উনিশ বর্ষ সংখ্যা ২
এপ্রিল-জুন ২০১৯

Vol.19, Issue 2
April-June 2019

NEWS LETTER

জাদুঘর সমাচার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ■ BANGLADESH NATIONAL MUSEUM

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুখপত্র 'জাদুঘর সমাচার' এপ্রিল-জুন ২০১৯ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যাটিতে বিশ্বসভ্যতা এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাদুঘর বিষয়ক চারটি প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। এগুলোর লেখক ও বিষয় হচ্ছে: জনাব সাইদ সামসুল করীমের 'মিশরের পিরামিড ও ফারাও তুতেন খামেন', জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ খানের 'বাংলাদেশের টেরাকোটা শিল্প', জনাব তাহমিদুন নবীর 'বাংলার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যসমূহের পেছনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব', জনাব মো. মোজাহার রহমান শাহ্‌র 'ঢাকাই মসলিন: বাস্তব রূপকথার সাথে পরিচয়'।

জাদুঘরের নিয়মিত কর্মসূচি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদ্‌যাপনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা ও অন্যান্য কর্মসূচির সচিত্র সংবাদ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় জাদুঘরের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্যমূলক লেখা জাদুঘর প্রেমী ও পাঠকসমাজকে জাদুঘরের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। জাদুঘর সমাচারের পরবর্তী সংখ্যাগুলো আরও তথ্যবহুল এবং নান্দনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাদুঘর বিষয়ক নানামাত্রিক লেখা প্রকাশ করা হবে। বাংলাদেশের লেখক-গবেষকদের এ বিষয়ে লেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। জাদুঘর আপনার, আমার এবং আমাদের সবার। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় জাদুঘর এগিয়ে যাবে তার নান্দনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে-এ প্রত্যাশা রইলো।

সূচি

	পৃষ্ঠা
মিশরের পিরামিড ও ফারাও তুতেন খামেন সাইদ সামসুল করীম	০৫
বাংলাদেশের টেরাকোটা শিল্প নাছির উদ্দিন আহমেদ খান	১০
বাংলার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যসমূহের পেছনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব তাহমিদুন নবী	১৩
ঢাকাই মসলিন: বাস্তব রূপকথার সাথে পরিচয় মো. মোজাহার রহমান শাহ্	১৭
প্রশিক্ষণ, জাদুঘর পরিদর্শন, সংগৃহীত নিদর্শন, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই দর্শক সংখ্যা, অবসর গ্রহণ	২০-৩১
প্রকাশনা, অনুষ্ঠানমালা, কথ্য ইতিহাস ধারণ ও সংরক্ষণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি	৩২-৪৩
বিদেশ ভ্রমণ, মিলনায়তন/ প্রদর্শনী গ্যালারিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহ এবং জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি	৪৪-৪৭

প্রচ্ছদচিত্র: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত চিত্রকর্ম, মাধ্যম: কাগজে এ্যাক্রেলিক, শিল্পী: মাহ্‌বুবুল আমিন।

জাদুঘরে আসুন, নিজের শেকড়ের সন্ধান করুন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মিশরের পিরামিড ও ফারাও তুতেন খামেন

সাইদ সামসুল করীম

মিশরের প্রাচীন নাম ইজিপ্ট। ইজিপ্ট কিংবা মিশর শব্দটি উচ্চারিত হলেই পিরামিড এবং মমির কথা স্মরণে আসে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে ইজিপ্টশিয়ান জনগণ ইজিপ্ট শাসন করত। ইজিপ্টশিয়ান শাসনকর্তা বা রাজাকে বলা হত ফারাও। রাজা-রানী কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইজিপ্টশিয়ানগণ তাদের শরীরকে মমিফিকেশন করে সংরক্ষণ করত। আর এই মমি সংরক্ষণের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড। ইজিপ্টশিয়ানগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করত। এজন্য মমির পাশাপাশি মূল্যবান ধনসম্পদ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পিরামিডের মধ্যে সংরক্ষণ করত। তারা বিশ্বাস করত; মৃত্যুর পরও রাজার আত্মা দেবতাদের সাথে সংযোগ করতে পারবে এবং তাদের সুরক্ষা দিতে পারবে। মমিফিকেশন একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের ফসল।

প্রথমে গাছের আঠা বা রজন দিয়ে মৃত শরীরকে ভিজিয়ে ফেলা হত। এরপর ভেতরকার পচনশীল অর্গান যেমন মাথার মগজ, ফুসফুস, যকৃত বের করে আলাদা আলাদা পাত্রে সংরক্ষণ করা হত। মাথার মগজ বের করা হত নাকের ভিতর লোহার শলাকা এবং চামচ ঢুকিয়ে। যকৃত ও অন্যান্য অর্গান বের করত পেটের একটা অংশ কেটে। এরপর এক ধরনের পাউডার মিশ্রিত কাপড় এবং লবণ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা হত এবং কাটা অংশ শেলাই করা হত এবং আঙুলগুলি স্বর্ণের পাত দিয়ে কৃত্রিম আঙুল তৈরি করে মোড়ানো হত। এরপর আঠাযুক্ত পাটের রশি (লাইলিন) দিয়ে পুরো শরীর মুড়িয়ে ফেলা হত। প্রক্রিয়াটি শেষ হলে মৃত শরীরকে তালের রস দিয়ে বিশুদ্ধ করা হত। সবশেষে নীলনদের পানি দিয়ে মৃত শরীরকে পরিষ্কার করা হত। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৭০ থেকে ৮০ দিন সময় প্রয়োজন হত। এরপর সুদৃশ্য কফিনে করে মৃতদেহ পিরামিডের মধ্যে রাখা হত।

পিরামিড এক একটা মাস্টার পিস। সুদূর অতীতে স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কিভাবে মনোমুগ্ধকর কারুকার্যময় স্থাপনা পিরামিড নির্মাণ করেছে তাবৎ বিশ্বের আর্কিটেক্ট এবং আর্কিওলজিস্টরা এর কোন কূল-কিনারা করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা কপাল ভাজ করে সমীকরণের চেষ্টা করেছে পিরামিড কি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে? পিরামিডে ব্যবহৃত লক্ষ লক্ষ ব্লক কীভাবে একত্রে তৈরি করা হয়েছে? ব্লক পরিবহনের জন্য কি ধরনের ক্রেন ব্যবহৃত করা হয়েছে? সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার মরুভূমির কাছে হলেও পিরামিডের ভেতরকার তাপমাত্রা সবসময় ২০ডিগ্র সেলসিয়াস কীভাবে থাকে, ভূমিকম্প প্রতিরোধ ইবা কি করে করা হয়েছে?

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে আজ পৃথিবীতে টু-ইন-টাওয়ারের মত

বিশাল স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। এইসব স্থাপনা নির্মাণের জন্য যে ক্রেন ব্যবহার করা হচ্ছে এর ওজন ধারণ ক্ষমতা ২০ হাজার কিলোগ্রাম। পিরামিড নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে ২৩ লক্ষ কংক্রিটের ব্লক। ব্লকগুলি কাটার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এক একটি ব্লকের ওজন ২৭০০ কিলোগ্রাম থেকে ৭০ হাজার কিলোগ্রাম। ব্লকগুলো লাইম স্টোনের মত দেখতে মনে হলেও ব্লকগুলো লাইম স্টোনের থেকে হাজার গুণ শক্তিশালী। প্রত্যেকটি ব্লক এমন নিখুঁতভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে যার ফাঁকে একটি ব্লেডও প্রবেশ করানো যায় না। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে এত ভারি শক্ত ২৩ লক্ষ কংক্রিটের ব্লক নিখুতভাবে সন্নিবেশ করার জন্য কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে? এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

পিরামিডকে আকাশের তিনটি তারার সাথে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এই শ্রেণিবদ্ধকে বলা হয় Orion Belt. এই Orion Belt যে তিন তারাকে নিয়ে গঠিত এর একটিকে বলা হয় এন্টিকো, অপরটি এলমিলন এবং তৃতীয়টি মিনটিকা। চার হাজার বছর আগে ভূমিতে অবস্থান করে কীভাবে এই নিপুণ শ্রেণিবদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে সেটা আজও বিস্ময়। পিরামিড নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনের বিষয়টিও বিস্ময়কর। যেখানে পিরামিড নির্মিত হয়েছে কাকতালীয় হলেও এটাই পৃথিবীর মধ্যভাগ। পিরামিড নর্থ পোল ও সাউথ পোলের বরাবর স্থাপিত। বিনা কম্পাসে এটা কি করে সম্ভব?

পিরামিডের ভেতরকার তাপমাত্রা সবসময় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। যাকে বলা হয় পৃথিবীর এভারেজ টেম্পারেচার। মরু এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও এটা যেমন বিস্ময়, আরো একটি বিস্ময় পিরামিডের ভিতরকার অসংখ্য সুরঙ্গপথ। পিরামিডের ভেতরে রয়েছে তিনটি চেম্বার। সবার উপরে রয়েছে কিং চেম্বার, মাঝখানে কুইন চেম্বার এবং নিচে বেস চেম্বার সুরঙ্গপথ পিরামিডের তিনটি চেম্বারকে সন্নিবেশ করেছে। কিং চেম্বারে দাতো কিংয়ের মরদেহ রাখা হত। কুইন চেম্বারে দাতো কুইনের মরদেহ রাখা হত এবং বেস চেম্বারে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা হত। কিং চেম্বার ও কুইন চেম্বারকে Orion Belt-এর দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই চেম্বারের সুরঙ্গ পথের শেষে দেখা যায় কংক্রিটের দরজা। যা মেটাল পিন দিয়ে লক করা। ২০১১ সালে কংক্রিটের দরজা ড্রিল করে ভেতরে ক্যামেরা প্রবেশ করানো হয়েছিলো। ক্যামেরাটি অলৌকিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এরপর মিশরের সরকার এ ধরনের অনুসন্ধান কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। ফলে পিরামিডের ভিতরকার কংক্রিটের দরজার ভেতরের রহস্য আজও অধরা রয়ে গেছে। পিরামিড শুধুমাত্র ইজিপ্টে নির্মিত হয়েছে সেটি নয়। ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ

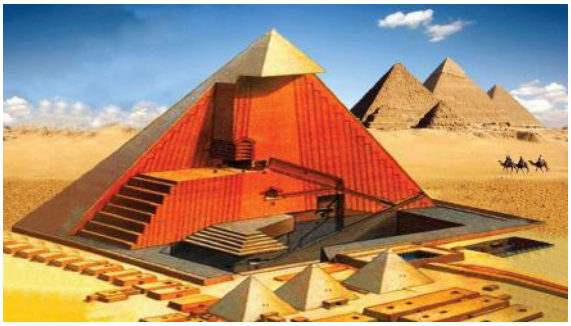

আমেরিকা, চীন, স্পেন ও ভারতবর্ষে ঐ একই সময়ে পিরামিড নির্মিত হয়েছে। প্রশ্ন, পিরামিড নির্মাণের প্রযুক্তি ব্যবহারের কানেকটিভিটি কীভাবে সম্ভব হয়েছে, বিল্ডিং টেকনোলজি সম্প্রসারণের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে? পিরামিড টেকনোলজিতে বল ও সকেট ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাপমাত্রা এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধক। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে এ ধরনের উন্নত প্রযুক্তি! তাহলে কি অন্য কোন উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী পিরামিড নির্মাণ করেছে? এ ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আজকাল বিজ্ঞানীরা এলিয়েন নামে একটি শব্দ হরহামেশা ব্যবহার করে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের মাঝেও এলিয়েন নিয়ে চর্চা লক্ষ্য করা যায়। এলিয়েনদের নিয়ে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বিশ্বের অন্য কোন গ্রহে মানুষের চেয়ে উন্নত বুদ্ধি ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রাণী রয়েছে। তাহলে কি পিরামিড এলিয়েনরা নির্মাণ করেছে? এলিয়েনরা কি আকাশের ঐ তিনটি উজ্জ্বল তারা এন্টিকা, এনমিলন, মিনটিকায় বসবাস করে? এ ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় কি?

মিশরের বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রাচীন জায়গার স্থাপনায় এরোপ্লেন, স্পেসশিপ কিংবা এয়ারশিপের ছবি দেখা যায়। কোথাও কোথাও এলিয়েনদের ছবি দেখা যায়, যাদের বড় বড় চোখ, মুখ চোখা, উচ্চতা কম।

জুন মাসের ২১ তারিখ বড় দিন এবং ছোট রাত। এটাকে Summer Solstice (বাংলায় কর্কট ক্রান্তি বলা হয়)। ঐ একটি মাত্র দিন সূর্যাস্তের সময় সূর্য Great Sphinx of Giza পিরামিডের মাঝ বরাবর পরিলক্ষিত হয়। উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ধারণা ছাড়া এটাইবা কি করে সম্ভব? অনেকের ধারণা চার হাজার বছর আগে ইজিপ্টে ইলেকট্রিসিটি বিদ্যমান ছিল। মিশরের প্রাচীন উপাসনালয় DENDERA LIGHT COMPLEX. এই মন্দিরকে বলা হয় HATHOR. এই মন্দিরে একটি ছবি পাওয়া গেছে যা আজকাল আমরা যে ধরনের বস্তু ব্যবহার করি সেইরকম। সুইজারল্যাণ্ডের একটি Mysteries পার্কে ইদানীং এই ধরনের একটি বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে। এটা থেকে অনেকের ধারণা পিরামিড আসলে এলিয়েনদের পাওয়ার হাউজ।

মিশরের একটি পুরনো ঘর মেরামতের সময় কিছু কয়েন পাওয়া গেছে। সেখানে এলিয়েনদের ছবি রয়েছে। UFO হান্টারদের মতে মিশরের সিটি গেটের ভাস্কর্যে সমকামী এলিয়েনদের ছবি ছিল। মিশরীয়রা সেটি ২০০৯ সালে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাহলে প্রাচীন মিশরে কি এলিয়েনদের অস্তিত্ব ছিল? পিরামিডের দেয়ালে ফারাও এখেনাটে এবং রানী নেফারতিতের যে ছবি পাওয়া গেছে তার মুখ লম্বা, গলা বড় এবং মাথা পেছনের দিকে লম্বা। সম্ভবত এলিয়েনদের অনুকরণ করে ঐ ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ফারাও এখেনাটে তার সময়ে দেবতা 'রা' এর উপশনা করতেন। তিনি ধারণা দিয়েছিলেন দেবতা 'রা' আকাশে বসবাস করেন এবং গোল

চাকতি করে প্রিয় মানুষদের সাথে দেখা করতে আসেন। এই বিশ্বাসকে স্পেসশিপের ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়। কেই যদি প্রশ্ন করে পিরামিডে কয়টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে? এর উত্তর একটিও না। ইজিপ্টশিয়ান পুনর্জন্মের ধারণা থেকে মমির সাথে মূল্যবান অলংকার এবং দামি আসবাবপত্র পিরামিডে সংরক্ষণ করত। তাদের বিশ্বাস এই ধনসম্পদ এবং আসবাবপত্র পরের জন্মে তাদের কাজে আসবে। এইসকল মূল্যবার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য লুটেরা গোষ্ঠী মমি চুরি করত মূল্যবান আসবাবপত্রের পাশাপাশি স্বর্ণের কৃত্রিম আঙুল খুলে নিত এবং মমি আবৃত করার পাটের রশি খুলে ধনসম্পদ খুঁজত। এরপর খোলা যায়গায় ফেলে দিত কখনও কখনও মমি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হত। এছাড়া বিভিন্ন জাদুঘরে সংগ্রহের জন্যও কিছু মমি পিরামিড থেকে চুরি করা হয়েছে। এভাবে ৭০ হাজার মমির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

তুতেনে খামেন:

মিশরের ফারাও বা রাজাদের মধ্যে সব থেকে আলোচিত নাম ফারাও তুতেন খামেন। তার এই খ্যাতির পেছনে রয়েছে বিস্ময়কর ঘটনা প্রবাহ। ব্রিটিশরা যেখানেই ধন সম্পদের সন্ধান পেয়েছে ছুটে গেছে। লুট করে সমৃদ্ধ করেছে ব্রিটিশ রাজভাণ্ডার। সারা বিশ্বের তাবৎ প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করে গড়ে তুলেছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম। তাদের এই সংগ্রহের তালিকায় তুতেন খামেনের সমাধি এবং তার

মমি কীভাবে বাদ পড়ে গেল এটাই একটি আশ্চার্য বিষয়। তুতেন খামেন মিশরের রাজবংশের অষ্টাদশ ফারাও। তার বাবা ফারাও আখেনাটে। তুতেনের জন্ম খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৪১। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি রাজা হন এবং সৎ বোন ছিনামুনকে বিয়ে করেন। তার রাজত্বকালে ছিল মাত্র ৯ বছর। আসল নাম তুতান খাতুন এর অর্থ আতেনের জীবন্ত ছবি। জনগণ তাকে অর্ধেক মানুষ অর্ধেক দেবতা মনে করত। তার খ্যাতির পেছনে রয়েছে তার কবর। তুতেন খামেনের মৃত্যু ম্যালেরিয়ার কারণে হয়েছিল বলে ধারণা। কেউ কেউ মত দিয়েছেন, সাপের কামড়ে তুতেন খামেনের মৃত্যু হয়েছিল। আবার আনেকের ধারণা ভারি কিছুর আঘাতে তুতেন খামেনের মৃত্যু হয়েছিল। তুতেন খামেনের মরদেহ যখন ১৯৬৮ সালে এক্সরে করা হয় তখন তাঁর মাথার পেছনের অংশে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। তুতেন খামেনের রাজত্বকালে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৩২ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩২৩। তুতেন খামেনের কফিন ভ্যালি অব কিং-এ পাওয়া গেছে। কফিনটি সিল করা ছিল লিখা ছিল, তুতেন খামেন কফিনের ভেতর মমি তিনস্তরের সোনার মাস্ক দিয়ে মোড়ানো ছিল। মমির গলায় একটি তাবিজ ছিল, কফিনের পাশে ৫৩৯৮টি মূল্যবান জিনিসের পাশাপাশি তুতেন খামেনের আজন্ম দুটি শিশু সম্ভবত মেয়ে শিশুর মমিও পাওয়া গেছে। যাদের একজনের বয়স ৫ মাস এবং অপরজনের বয়স ৯ মাস। মমি দুটি আলেকজান্দ্রিয়া জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ১৯২২ সালের ৪ নভেম্বর ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড কার্টার তুতেন খামেনের কবর খনন কাজ শুরু করেন। এ কাজে সহায়তা করেছিলেন লর্ড করনোভর। অর্থ যোগান দিয়েছিলেন জর্জ গোল্ড এবং ছবি

তুলেছিলেন জর্জ ভেনেভেট। খনন করে দেয়ালে একটি ছবি পাওয়া গেছে। ছবিতে শিকারী তুতেন খামেন ও তাঁর স্ত্রীর ছবি রয়েছে। দেখে মনে হয় স্ত্রী ছিনামুনের প্রতি গভীর প্রেমে এবং আবিষ্ট তুতেন খামেন। কবরের গায়ে লেখা ছিন যারা তুতেন খামেনের মনকে বিরক্ত করবে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। মিশরীয়দের এই ধারণা কাকতালীয় ভাবে মিলে যায় পরবর্তী সময়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর হার্বাট কার্টারের তুতেন খামেনের কবর আবিষ্কারকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একটি অসাধারণ কাজ বলে স্বীকার করেন। তবে মিশরীয়গণ তুতেন খামেনের কবরকে অপবিত্র কারার পরিণতি নিয়ে ভয় করছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসর হার্বাট কার্টার যখন কবরে প্রবেশ করেন তখন কানারিকে কবরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বলা হয়, কানারি কোবরা সাপের কামড়ে মারা যান। কোবরাসাপ ফারাওদের মুকুটের শিখরের প্রতীক। এরপর থেকে শুরু হয় তুতেন খামেনের অভিশাপ। প্রফেসর জর্জ গোল্ডকে কবর খোরার চার সপ্তাহ পর ১৬ মে ১৯২৩ সালে ফ্রান্সে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।
লর্ড করনোভারের ভাই ভেনিডিট ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার রক্তে সাপের বিষের উপস্থিতি পাওয়া যায়। তুতেন খামেনের কবর খোড়ার কাজে অর্থ সাহায্যকারী জর্জ গোল্ড ১৯২৩ সালে নীল নদের পানিতে ডুবে মারা যান। ফটোগ্রাফার জর্জ ভেনোবেট ১৯২৩ সালের আগস্টে মারা যান। এভাবে একে একে তুতেন খামেনের কবর খোড়ার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের ৩০ জনের অকাল মৃত্যুর রহস্য আজও উদ্ধার করা সম্ভাব হয়নি।

আমেরিকার বিজ্ঞানী জাইগুন ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী জজ ভেনেদিত পরবর্তীতে তুতেন খামেনের কবর দেখতে যান এবং ৩০ জন মানুষের মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন এবং এর মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করেন 'অভিশাপের জাদু নয় জীবানু' মৃত্যুর কারণ। মিশরের পিরামিড রহস্য এবং তুতেন খামেনের অভিশাপ রহস্য আজও উদ্ধার করা সম্ভাব হয় নি। একদিন নিশ্চই রহস্য উন্মোচিত হবে। আমরা অপেক্ষা করবো সেই দিনের জন্য।

লেখক: শিক্ষা অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বাংলাদেশের টেরাকোটা শিল্প

নাছির উদ্দিন আহমেদ খান

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এককালে মাটির তৈরি পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে ধাতু নির্মিত, সিরামিক ও প্লাস্টিকের তৈজসপত্রের ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মাটির পাত্রের ব্যবহার একেবারে কমে যায়নি। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প একটি প্রাচীন শিল্প। এ দেশের মানুষ বিশেষ করে যারা গ্রামে বসবাস করেন তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে মাটির তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। মাটি ছাড়া কৃষক শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের জীবন কল্পনা করা যায় না। আগের দিনে গ্রাম বাংলার মানুষ ভাত-তরকারি রান্নার জন্য হাঁড়ি-পাতিল, পানি রাখার জন্য কলসি, পিঠা বানানোর জন্য খোলা ইত্যাদি ব্যবহার করতো। বর্তমানেও মাটির পাত্রের ব্যবহার একবারে কমে যায়নি। আমাদের দেশের মৃৎশিল্পীগণ কেবল হাঁড়ি, পাতিল ও কলসি তৈরি করেন না। তাঁরা পুতুল, দেবদেবীর মূর্তি, নকশা করা পাতিল, ঘর সাজানোর উপকরণ, খেলনাপুতুল, রঙিন ফুলদানি এবং ছাইদানি তৈরি করেন। এর মাধ্যমে এসব শিল্পীর কারিগরি দক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। মৃৎশিল্পীরা আমাদের দেশের সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। আমাদের শিল্পকলার ইতিহাসে তাই মৃৎশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মাটির উপর ভৌগোলিক অবস্থা এবং জলবায়ু অনুকূল প্রভাবের ফলে দেশের সর্বত্রই মৃৎশিল্পের উপযোগী মাটি পাওয়া যায়। এই মাটি রোদে শুকালে শক্ত এবং পানিতে ভিজালে নরম কাদায় পরিণত হয়। এই ধরনের নরম কাদামাটি দিয়ে যে কোনো ধরনের পাত্রের কাঠামো তৈরি করা যায়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন: বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর, কুমিল্লার ময়নামতিতে মাটির তৈজসপত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের নানা প্রত্নসম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির নির্মাণে পোড়ামাটির ব্যবহার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এখানে রয়েছে নকশা করা পোড়ামাটির ইটের গাঁথুনি এবং মন্দিরটি পোড়ামাটির পুতুল দিয়ে অলংকৃত; দেশের প্রায় সকল জেলায় পুকুর খনন, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির ফলে নানা ধরনের নকশা করা পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা ও মধ্যভারত জুড়ে এক ধরনের পোড়ামাটির শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও পাহাড়পুর, পশ্চিমবঙ্গের পোখরানা (বাঁকুড়া জেলা), মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি এবং বীরভূমে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলকে এই শিল্পরীতির সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বাংলার একেবারে নিজস্ব শৈল্পিক ঐতিহ্য। বাংলায় তখনকার দিনে প্রচুর পরিমাণে পাথর পাওয়া যেত না। তাই বাঙালি শিল্পীরা মাটি দিয়ে মন্দিরের গায়ে সুন্দর ফলক নির্মাণ করতো। মাটি দিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণে তারা অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। পোড়ামাটির ফলক দিয়ে মন্দির অলংকরণের ক্ষেত্রে মৃৎশিল্পীরা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলকে মানুষ ও জীবজন্তুর ছবিই বেশি। কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, মসজিদ-মাজার, ইমারতে নানারকম লতাপাতা ও গাছপালার ছবি ব্যবহৃত হতো। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। তাছাড়া মন্দির খননের সময় আরও ফলক বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়। সেগুলোর মধ্যে অসংখ্য বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি উল্লেখযোগ্য; এছাড়া চিত্রফলকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকার মধ্যেও কুশীল শিল্পীর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, সন্তান কোলে মা, কলসি কাঁখে বধু, দরজার পাশে স্বামীর অপেক্ষায় স্ত্রী, লাঙল কাঁধে চাষী ইত্যাদি।

পৌরাণিক কাহিনী, পোড়ামাটির ফলক, সপ্তম শতাব্দী (আনু.)
মহাস্থানগড়, বগুড়া

মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতি ছাড়াও বাংলাদেশের

আরো অনেক অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে মৃৎশিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলার সীতাকোট বিহার থেকে নানাধরনের মৃৎপাত্রের টুকরো ও মাটির পুতুল; রংপুর জেলায় করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর অবস্থিত সাহেবগঞ্জে প্রাচীন কীর্তি থেকে পোড়ামাটির মানুষ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার নিমগাছি গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে (প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দী) বিভিন্ন আকারের প্রচুর মৃৎপাত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাটির জগ, গেলাশ, নানা রকমের হাঁড়ি ও পাতিল উল্লেখযোগ্য। শালবন বিহার, ময়নামতিতে নানা ধরনের মৃৎপাত্র আবিষ্কার হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পানিসরা, গেলাশ, বাসন, বড় আকারের কলসি, কালির দোয়াত ও তেলের প্রদীপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৃৎশিল্পীগণ ময়নামতির মৃৎশিল্পের শিল্পরীতি ও পদ্ধতি দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত। পাহাড়পুরেও বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির পুতুল, মাটির খেলনা, ফুলদানি, মাটির জালা, দোয়াত ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এগুলো দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সময় কালে তৈরি। পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পের এই ঐতিহ্যকে বর্তমানে রাজশাহী ও তার আশেপাশের অঞ্চলের শিল্পীরা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ফুল-লতা-পাতার নকশা, টেরাকোটা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র তৈরি হয়। এগুলো হলো পানির কলস, ঘড়া, সরা, জলকান্দা, হাঁড়ি-পাতিল, কড়াই, তরকারির তেলইন, দইয়ের হাঁড়ি, মটকা, পাতিলের বরুনা, ঢাকনা, থালা-বাসন, গামলা, বদনা, তরকারির পেয়ালা, চায়ের পেয়ালা, লবণের বাটি, কলকি, হুক্কা, পইন বা গাইয়ারিল (ভাপাপিঠাসহ শীতের পিঠা বানাবার পাত্র), চেরাগ, চেরাগের থাক, মালসা (আগুন রাখার পাত্র), পিঠা বানানোর খোলা, ফুলদানি, ছাইদানি, ফুলের টব, মাটির প্রদীপ ও কুপি। এছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সকল কুমার মাটির খেলনা ও পুতুল তৈরি করেন। মেলা বা অন্য কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নানা ধরনের খেলনা ও পুতুল তৈরি করা হয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার উপযোগী মৃৎপাত্র ছাড়াও আমাদের দেশের কুম্ভকারগণ নানা ধরনের পুতুল তৈরি করেন। মাটির পুতুল ও খেলনা-মাটি দিয়ে হাতে টিপেটিপেই তৈরি করেন। এগুলোকে টেপা পুতুল বলে।

মানুষের নানা ভঙ্গি, দৈনন্দিন জীবনের ছবি, নানা দৃশ্য ও জীব-জন্তুর আকৃতি হচ্ছে পুতুলের বিষয়বস্তু। ঢাকার রায়ের বাজার, ধামরাইয়ের কাগজিপাড়া কাকরান, ফরিদপুরের কার্তিকপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, রাজশাহী, যশোর, বগুড়া, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে পোড়া মাটির কাজ দেখা যায়। প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রসমূহ থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক ও পুতুল গুলো হচ্ছে আদিম মানুষের তৈরি প্রথম শিল্প নিদর্শন। ভারতবর্ষে সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে নানা ধরনের মাটির তৈরি খেলনা ও মৃত্তিকা মূর্তি পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের পুতুল তৈরির ঐতিহ্য ধারা প্রাচীন বাংলায়ও প্রবেশ করেছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি ও সাভার ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক ও পুতুলসমূহ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যার ধারাবাহিকতা বর্তমান মৃৎশিল্পীরা (কুম্ভকারগণ) বংশ পরম্পরায় বজায় রেখেছেন। যদিও প্রযুক্তিগত কারণে, আধুনিকতার ছোঁয়ায় টেকনিকগত বিষয়ে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিষয়বস্তু ও ক্রমিকতায় পরিবর্তন খুব একটা দেখা যায় না।

লক্ষ্মীসরা, বিক্রমপুর

লক্ষ্মীসরা:

ঐতিহ্যগত পটচিত্র অঙ্কনের বিভিন্ন রীতির মধ্যে মাটির উপর চিত্রাঙ্কন রীতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুজা উপলক্ষ্যে বা অন্য কোন সংস্কারগত কারণে মৃৎপাত্র চিত্রিত হয়। গ্রাম বাংলায় হিন্দু কৃষকের ঘরে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত সরা টাঙিয়ে রাখা হয়। লক্ষ্মীসরার প্রধান বিষয়বস্তু হলো লক্ষ্মী কিন্তু কুম্ভকারগণ সরাতে দুর্গা, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আঁকেন। ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলে এর প্রচলন বেশি দেখা যায়। দেবীর ছবি ছাড়াও প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও সরা চিত্রে দেখা যায়। এ ছাড়া মুসলিম ধর্মের বিষয়বস্তু নিয়েও সরাচিত্র

আঁকার প্রচলন দেখা যায়। যেমন গাজীর সরা, মহরমের সরা ইত্যাদি। টাঙ্গাইল জেলায় এ ধরনের সরা দেখা যায়। বর্তমানে আলপনা অঙ্কিত ঘট দেখা যায়। বাংলাদেশে বিবাহ অথবা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আলপনা শোভিত মঙ্গল ঘটের প্রচলন সর্বত্রই। এর মধ্যে মনসা ঘট, নাগ ঘট, শীতল ঘট বেশ পরিচিত।

সখের হাঁড়ি, বিক্রমপুর

সখের হাঁড়ি:

লক্ষ্মীরসরার মতো সখের হাঁড়িতে বিভিন্ন ধরনের নক্শা ও চিত্রাঙ্কন করা হয়। সখেরহাঁড়ি আকৃতিতে তরকারির পাতিলের মতো প্রায়। প্রায় বাংলায় বিয়ে কিংবা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে এই হাঁড়িতে মিষ্টি বা উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া হয়। এর প্রচলন বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় কমবেশি দেখা যায়। তবে রাজশাহী জেলার সিন্ধুর কুসম্বী ও ঢাকা জেলার নয়ারহাটের কাজের খ্যাতি রয়েছে। রাজশাহীর সখের হাঁড়ি লাল, সবুজ ও হলুদ রঙের। ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় হলুদ, লাল ও কালো রঙের আঁকা। টানা রেখার মাধ্যমে পাতিলের গায়ে লতা-পাতা, মাছ, পাখি ও ঘোড়া ইত্যাদি আঁকা হয়। প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশ ও বর্তমান আধুনিক রিপ্রেজেন্টেশনাল ধারার সংমিশ্রণে মৃৎশিল্পের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন মৃৎ শিল্পেরা। এসব শিল্পীর মধ্যে মরনচাঁদ পাল, সুভাষ চন্দ্র পাল, হরিপদ পাল, মোহাম্মদ আলী, অমূল্য চন্দ্র পাল, সন্তোষ চন্দ্র পাল, গোবিন্দ চন্দ্র পাল, মনিন্দ্র পাল উল্লেখযোগ্য।

পুরুষানুক্রমিক মৃৎশিল্পী মরণচাঁদ পাল। তিনি নানা ধরনের মাটির পুতুল, হাতি, ঘোড়া, সাইকেল, মোমদানি, হাতি, মা-বাচ্চা পুতুল, চাকওয়ালা ঘোড়া, কচ্ছপ, বানর, বাকুঁড়া ঘোড়া, নকশা করা ছাইদানি, ফুলদানি, ইত্যাদি দূর ঐতিহ্য লোকজ মটিফে তৈরি করেন। এগুলোর বাণিজ্যিক চাহিদাও রয়েছে। তিনি মৃৎশিল্পের আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতির মাঝে চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি পুতুলকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য শুধু হাতে না করে হুইল বা চাকের ব্যবহার করেন। লোকজ ধারার ক্ষতি না করে তিনি দেশিয় ও আধুনিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে উন্নতমানের মৃৎশিল্পকর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি দেশিয় মাটি-কালো আঁঠালো মাটি এবং চায়না ক্লে বা ময়মনসিংহের সাদা মাটি ব্যবহার করে ঐ সমস্ত পাত্র তৈরি করেন। কারখানাতে দেশিয় সরঞ্জাম ব্যবহার করেন। সনাতন মাটির চুল্লির (পাইনের) পরিবর্তে গ্যাসের হিট প্রুপ চুলা ব্যবহার করেন। টেরাকোটা পুতুল তৈরির চেতনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আধুনিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে যারা মাটির পাত্র প্রস্তুত করেন তাদেরকে কুমার বা কুম্ভকার বলা হয়। বংশানুক্রমে তারা এই কাজ করে থাকেন। সাধারণত যে এলাকায় সহজে মাটির পাত্র প্রস্তুতের মাটি পাওয়া যায় সেই এলাকায় কুমারদের বসতি। বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে মৃৎশিল্প বা কুমারদের বসতি গড়ে উঠেছে। নিজেদের বংশগত পেশা এখনো অনেকে ধরে রেখেছেন। পরিবারের নারী, পুরুষ এমনকি শিশুরাও মাটির পাত্র প্রস্তুতের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মাটির পাত্র তৈরির জ্ঞান মৌখিকভাবে বংশ পরম্পরায় শেখানো হয়। বাংলাদেশের কুমারেরা এখনো তাঁদের বংশানুক্রমে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে মাটির পাত্র তৈরি করেছেন।

টেরাকোটা ভাস্কর্য, নাছির খান

টেপাপুতুল, মা ও শিশু,
মরণচাঁদ পাল, রায়ের বাজার, ঢাকা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক কুম্ভকার পরিবারের বসবাস ও মৃৎশিল্প কারখানা ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে অনেকে পেশা পরিবর্তন করে এমনকি স্থানও পরিবর্তন করে। তবুও মৃৎসামগ্রী নির্মাণ ও স্থাপত্য অলংকরণে টেরাকোটার ব্যবহার থেমে যায়নি। বর্তমানে এই শিল্পের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাও বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে। তার মধ্যে প্রধান এবং অগ্রণী ভূমিকা রাখছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প বিভাগ।

লেখক: ডিসপ্লে অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বাংলার ঔপনিবেশিক স্থাপত্যসমূহের পেছনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

তাহমিদুন নবী

বাংলায় ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের সূত্রপাত ধরা যায় ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার এদেশে আগমনের মধ্য দিয়ে। তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক হলেও তার হাত ধরে ইউরোপিয় বণিকদের আগমনের যে সূচনা ঘটে তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ব্রিটিশদের এদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ দীর্ঘ সময়ে তাদের ব্যবসায়িক চিন্তা চেতনা যেমন শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে গড়িয়েছে, তেমনি তার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজনীয়তার কারণেই এদেশের স্থাপত্য রীতিতে নতুন অনেক কিছু সংযোজিত হয়েছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। যার ফলে বাংলার স্থাপত্যিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলায় ইউরোপিয় প্রভাবে স্থাপত্য নির্মাণ শুরু হয় ধর্মীয় স্থাপত্য অর্থাৎ পর্তুগিজ আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও গির্জা নির্মাণের মধ্য দিয়ে। পরে বাণিজ্য করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর তারা কুঠি নির্মাণ করে। পরবর্তীতে দুর্গ, পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্রও তৈরি হয়। ইংরেজ কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যগুলোর মধ্যে আছে কুঠি, দুর্গের, জমিদার বাড়ি, বাংলো বাড়ি এবং স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, দাপ্তরিক ভবন ইত্যাদি।

বাংলায় ঔপনিবেশিক স্থাপনা তৈরির পেছনে প্রথম কারণটি বাণিজ্যিক হলেও পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বিষয়াবলীও যুক্ত হয় এবং পরে এই প্রতিটি বিষয়ই একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে এদেশে নির্মিত ঔপনিবেশিক স্থাপনাসমূহ প্রতিনিয়তই নতুন নতুন মাত্রা লাভ করে। ঔপনিবেশিক স্থাপনাগুলো প্রথমদিকে ঔপনিবেশকারীদের জন্য নির্মিত ইমারত হলেও ধীরে ধীরে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের নির্মিত বাসগৃহে এমনকি ধর্মীয় স্থাপনাগুলোতেও পশ্চিমা স্থাপত্যরীতির প্রভাব পড়তে শুরু করে। এদেশের যেসব প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থায়ী ইমারত আমরা দেখতে পাই, তা ছিল মূলত ধর্মীয় ইমারত। এগুলোর মধ্যেও কোন শাসকের বসতবাড়ির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এদেশে লৌকিক ইমারত তৈরির প্রথম প্রচলন হয় ইউরোপিয়দের এদেশে আগমনের পর থেকে।

ভারতে পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্যিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মসলা। এর পাশাপাশি সুগন্ধি, মসলিন কাপড় ইত্যাদিও ভারত থেকে রপ্তানি হতো। আরব ঐতিহাসিকদের লেখা হতে জানা যায় পাশ্চাত্যের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের যোগাযোগ ছিলো। এই পথে মসলা ও সুগন্ধি পণ্য ভারত থেকে রপ্তানি হতো। কিন্তু পাশ্চাত্যের বণিকদেরও এখানে বাণিজ্য করতে আসা তখনই সম্ভবপর হয়ে ওঠে যখন ভাস্কো-দা-গামা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে (১৪৯৮) ভারতে আসার বিকল্প পথ আবিষ্কার করেন। এর ফলে প্রথমে পর্তুগিজরা পরে একে একে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসিরাও এদেশে বাণিজ্য করতে আসার সুযোগ পায়। তারই সাথে সাথে এদেশে তাদের স্থাপত্যরীতিও প্রবেশ করতে শুরু করে।

পর্তুগিজরা প্রথম দিকে তাদের বিশেষ উৎসাহে ধর্ম প্রচারের লক্ষ্য থেকে আশ্রম জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিল হুগলী ও ঢাকায়। পরবর্তীতে তারা টঙ্গী ও তেজগাঁওয়ে কিছু গীর্জা নির্মাণ করেছিল। অন্যদিকে, পর্তুগিজরা ভারতে আসা

হোলি রোজারী গির্জা, তেজগাঁও, ঢাকা

সেন্ট নিকোলাস গির্জা, গাজীপুর

ইউরোপিয়দের মধ্যে প্রথম যারা এদেশে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তাদের থাকা, ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে তারা নির্মাণ করে 'কুঠি'। বলাই বাহুল্য যে এই কুঠিগুলো নির্মিত হয়েছিলো পর্তুগিজ স্থাপত্যের আদলে এবং পর্তুগিজ কারিগর দ্বারা। এই স্থাপত্যগুলো ছিলো নিশ্চিতভাবেই এদেশি বাড়িগুলোর থেকে আলাদা। এ বাড়িগুলোর মধ্যে এমন একটি ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছিলো যাতে তা দেখে এদেশের লোকদের মনে ভীতি জাগে এবং তারা এসব বাড়িতে প্রবেশের সাহস না পায়। পরবর্তীতেও বাংলায় যত ধরনের কুঠি তৈরি হয়ে ছিলো তার মধ্যে পর্তুগিজ প্রভাবই সবচেয়ে বেশি ছিলো। এমনকি ইংরেজরা যেসব কুঠি নির্মাণ করেছিলো তাতেও পর্তুগিজ প্রভাবই ছিলো। কারণ ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, কুঠি মানেই নির্দিষ্ট ধরনের পর্তুগিজ স্থাপত্য। এভাবে পর্তুগিজ ছাড়াও বাকি ইউরোপিয়দের মাধ্যমে কুঠিকে ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে কুঠি নির্মাণ বাড়তে থাকে এবং ব্যবসারও প্রসার ঘটতে থাকে। ইতোমধ্যে ভারতেও বাংলার সকল ইউরোপিয়দের নানা কৌশলে হারিয়ে ইংরেজরা এখানে একাধিপত্য বিস্তার করে।

১৬৯৫ সালে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারেরও ভিত্তি স্থাপন করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ইন্ধন ছিলো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের। এই দুর্গ সামরিক সুবিধা ও নিরাপত্তা দানের পাশাপাশি এর সামরিক চেহারাও মানুষের মনে সমীহ ও ভীতি জাগিয়ে তুলেছিলো।

ফোর্ট উইলিয়াম, কোলকাতা

এ পর্যায়ে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চিম ভারতসহ বাংলার সমগ্র উপকূলব্যাপী ইংরেজদের ও অন্যান্য ইউরোপিয়দের প্রচুর কুঠি নির্মিত হয়। এই কুঠিসমূহের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে ব্যবসায়িক আদান প্রদান হয়। বাংলায় ভাগীরথী, পদ্মা ও বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নির্মিত কুঠিগুলোতে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এবং পরে স্থায়ীভাবে নীলের চাষাবাদ শুরু হয়। ঐ সময় কুঠির সাথে সাথে গীর্জা এবং সমাধিক্ষেত্রও তৈরি হয়। সেই সাথে বাংলার মতো ভিন্ন পরিবেশে পশ্চিমা রীতির অনুসরণে ইমারত নির্মাণ এদেশের স্থাপত্য ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি বা রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করে। এর ফল স্বরূপ স্থাপত্য ক্ষেত্রে উপনিবেশিক প্রভাব আরও বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭৫৭ সালে ২য় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ, ১৭৭৩ সালে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর, ১৭৭৭ সালে প্রথম গর্ভনর জেনারেল "হেস্টিংস ভবন" নির্মাণ বিস্তারিত স্থাপত্য কার্যাবলীর সম্প্রসারণ ঘটায়। এই সময়ে কোম্পানির অধীনে যেসব ব্যক্তিবর্গ ছিলো তারা দেওয়ান, বেনিয়া, ওয়াকিল, মুৎসুদ্দী প্রভৃতি উপাধি লাভ করে। কালক্রমে এরা দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে উঠতি বিত্তবান হিসেবে পরিচিত হয়। তখন এরা বড় বড় বাড়ির মালিক হয়, যেগুলোতে ইংরেজদের নির্মিত ভবন সমূহের স্থাপত্যরীতির প্রতিফলন ছিলো। যদিও এসব ভবনের বাইরে ইংরেজ প্রভাব ছিলো, কিন্তু ভিতরে ছিলো এদেশিয় বসত-বাড়ির সুযোগ সুবিধা।

আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুর

সমস্ত ক্ষমতা হাতে আসার পর ইংরেজরা এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নিজেদের জন্য বসতবাড়ি তৈরি করা শুরু করলো। যেহেতু তাদের দেশের আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও আমাদের দেশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সুতরাং তাদের স্থাপত্যরীতি সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। তাই তারা এদেশীয় কুঁড়েঘরের আদলে (কারণ কুঁড়েঘর অনেকটা তাপ নিরোধি)

বিশেষ ধরনের বাড়ি নির্মাণ করে যার নাম হয় 'বাংলো'।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়া

এই বাংলায় যেরকম প্রচুর 'বাংলো' বাড়ি তৈরি হয়েছে, তেমনি ইংরেজরা সারা বিশ্বে এরূপ অনেক বাংলো বাড়ি তৈরি করেছে। যেখানে এদের নামও ছিলো 'বাংলো'। এই বাংলো বাড়িগুলো ছিল 'কুঁড়েঘরের' আদলে তৈরি। মানে, ঠিক কুঁড়েঘর নয়, ইট-চুন-সুরকির তৈরি বাড়ি, যার ছাদ থাকতো কুঁড়েঘরের মতো চৌচালা। বাংলো বাড়িগুলো তৈরি হতো অল্প জায়গা নিয়ে, ফলে এ বাড়িগুলো ইংরেজদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিতে পারেনি। আরাম আয়েশ নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কক্ষ প্রয়োজন। সাথে সাথে অতিথিশালা, স্নানাগার, আস্তাবল, পানির উৎস ইত্যাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিলো যা ছিল 'বাংলো'-তে অনুপস্থিত। তাই পরবর্তীতে ১৮৫৭ এর পরে বাংলোকে কেন্দ্র করে তৈরি হলো প্যালেস। এই প্যালেসে এক দিকে যেমন বাংলোর মত আরাম আয়েশ ও ঠাণ্ডা পরিবেশ পাওয়া যায় তেমনি যথেষ্ট জায়গা থাকায় সবকিছু সহজসাধ্য হয়। ফলে ধীরে ধীরে এই প্যালেসের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

প্রথমদিকে ইংরেজদের জন্য এই প্যালেসগুলো নির্মিত হতো ইউরোপিয় কায়দায়। পরে এদেশি স্থানীয় ইংরেজদের

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা

বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, মানিকগঞ্জ

সুবিধাভোগীরা বিত্তবান হয়ে তারাও এসব বাড়ির ন্যায় বাড়ি তৈরি করতে থাকে, তবে দুই শ্রেণির স্থাপত্যসমূহের নির্মাণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাছাড়া ইংরেজ ও স্থানীয়দের বসবাস এলাকাও পৃথক ছিলো। প্রথমত, ইংরেজদের অভ্যাসের সাথে এবং এদেশি লোকদের অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাই ইংরেজ ও এদেশীয়দের আলাদা আলাদা অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই বাড়িগুলো তৈরি করা হতো। যে কারণে বাড়ির অভ্যন্তরীণ বিন্যাসে দুই শ্রেণির বাড়ির প্রধান পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, যদিও ইংরেজদের বাড়ির আদলে স্থানীয় জমিদাররা তাদের জমিদার বাড়ি নির্মাণ করতো, তথাপি যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরেজদের বাড়ি সম্পূর্ণ অনুকরণ করতে পারতো না, ইংরেজদের কর্মচারী হওয়ার দরুণ সে অধিকার তাদের ছিলো না। তাই তাদের বাড়ির বহিরাংশে অর্থাৎ ফাসাদেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার, জমিদারদের বাড়িগুলোকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় ও লৌকিক উভয় ধরণের ভবন নির্মাণ করা হতো। জমিদারদের এই বাড়ি ও প্রতিষ্ঠাসমূহ ইউরোপিয় এবং স্থানীয় উভয়রীতির সমন্বয়ে তৈরি হয়। এই ধরণের ভবন নির্মাণের ফলে প্রজাগণ জমিদারদের সমীহ করে চলতে শুরু করে ফলে জমিদারদের মর্যাদা ও শক্তি দুই-ই বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা সরাসরি ভারতের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয় এবং তখন তারা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেই কিছু অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করে যাদের রাজা, মহারাজা, খান-বাহাদুর, নওয়াব ইত্যাদি উপাধি প্রদান করে। এরূপ জমিদারগণ সকলেই জমিদার বাড়ি তৈরি করেছেন। আর এই বাড়িগুলো তাদের জাঁক-জমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবনের সাক্ষ্যবহন করছে।

১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় বৃহৎ বাংলার প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের জন্য। এর ফলে কোলকাতা কেন্দ্রিকতা ছেড়ে পূর্বাঞ্চলেও পৃথকভাবে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের বিকাশ হতে থাকে, যার নিদর্শন ঢাকা গভর্নমেন্ট হাউস, কার্জন হল, বর্তমান সুপ্রিম কোর্ট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কমপ্লেক্স ভবন, ঢাকা

মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে ডরমেটরি রাখা হয়। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত হয়। এসব কর্মে প্রেরণা দান করেন ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল এবং গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন। এই স্থাপনাগুলো নির্মাণ করার পেছনে শুধু যে তার প্রশাসনিক শাসনকালকে স্থায়িত্বদানই মুখ্য বিষয় ছিলো তা নয়, বরং ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠত্বের ও হৃদ্যতার প্রতীক হিসেবে স্থাপত্যে নতুন কিছু করা তার লক্ষ্য ছিলো। কলোনিয়াল রীতিতে তৈরি বিখ্যাত নির্মাণসমূহের মধ্যে অন্যতম ও সর্বশেষ স্থাপত্য হলো বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে অবস্থিত ঢাকার নবাবদের বাসস্থান আহসান মঞ্জিল।

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক স্থাপত্য ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ধারা বন্ধ হলেও এখানে দেশজ বা স্থানীয় কোন স্থাপত্যরীতি প্রচলিত হয়নি বরং নব্য আন্তর্জাতিক স্থাপত্যের দিকেই স্থপতিরা অগ্রসর হয়েছেন। এই সময়ে যে পরিমাণ জমিদার বাড়ি তথা রাজবাড়ি তৈরি হয়েছে তাতে প্রচুর পরিমাণে মিস্ত্রি দরকার হয়েছে। ফলে ভবন নির্মাণের কাজে নিয়োজিত মিস্ত্রিদেরও অগণিত ভবন নির্মাণ করতে হয়েছে। তাই তাদের পেশার নামই হয়ে গেছে রাজমিস্ত্রি।

বাংলায় ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস দেখলে এটিই অনুধাবিত হয় যে এগুলোর শুরু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। পরবর্তীতে এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট। তবে এর মধ্যে থেকে স্থাপত্যে ধর্মীয় প্রভাব একেবারেই উঠে গেছে। তবে এমন নয় যে ধর্মীয় ইমারত তৈরি হয়নি। ধর্মীয় ইমারত তৈরি হয়েছে তবে তাতে ধর্মীয় আদর্শিক দিকের পরিবর্তে ইউরোপিয় স্থাপত্যরীতির অনুকরণই বেশি লক্ষ্যণীয়। এই স্থাপত্যসমূহের নির্মাণের পেছনে যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ছিলো, তেমনি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এই স্থাপত্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। বাংলার ঔপনিবেশিক স্থাপত্য নির্মাণের মাধ্যমে বাংলার চিরচেনা গ্রাম্য রূপ পরিবর্তন করে আধুনিক পরিকল্পিত নগরের ধারণা দেয়ার জন্য যারা বিখ্যাত হয়েছেন তারা হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, মারকুইস ওয়ালেসলি, লর্ড ডালহৌসি ও লর্ড কার্জন। বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশদের শাসনকালে অনেক শোষণ ও অত্যাচারের তিক্ত স্মৃতি থাকলেও স্থাপত্যসমূহে তাদের সংযোজিত ভিন্নমাত্রার রীতি ও কৌশলসমূহ ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. *Rabbani Golam, 1997, Dhaka-From Mughal outpost to Metropolis.*
2. *Ahmed Nazimuddin, 1986, Buildings of the British Raj in Bangladesh.*
3. *Haque saiful, Ahsan Raziul and Ashraf Kazi Khaled, 1997, Pundranagar to Sher-e- Banglanagar, Architecture in Bnagladesh.*

৪. শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম, ২০১৭, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

৫. এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, স্থাপত্য

লেখক: সহকারী কীপার, ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

ঢাকাই মসলিন: বাস্তব রূপকথার সাথে পরিচয়

মো. মোজাহার রহমান শাহ্

অনেকের কাছে ঢাকাই মসলিন পৌরাণিক কাহিনীর মতো এক আশ্চর্য গল্প। অথচ বাঙালি, ঢাকা শহর এবং বাংলাদেশের অহংকারের এক অনন্য নাম ঢাকাই মসলিন। দেশের মানুষ হিসেবে নিজেদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানলে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হওয়া যায়। দেশপ্রেম থেকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেশের জন্য কাজের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। এই বিস্ময়কর সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়াই আমার লেখার উদ্দেশ্য।

ঢাকা শহরের বেড়ে ওঠার সাথে মসলিন কাপড়ের বেড়ে ওঠা। যদিও বহু আগে থেকে পূর্ববঙ্গে সুতিবস্ত্রের বুনন শিল্প প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে রোমান আমল ও টলেমির যুগে এদেশের বস্ত্র রোম সাম্রাজ্য ও মিশর পর্যন্ত রপ্তানি হতো। মুসলমান যুগে এদেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মিহি সুতি বস্ত্র তৈরি হতো। নবম শতকে এমন সূক্ষ্ম ও মিহি সুতি বস্ত্র তৈরি হতো যা ৪০ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া হলেও তা অনায়াসে একটি ছোট আংটির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করা যেত। চতুর্দশ শতকে মরক্কোর ইবনে বতুতা সোনারগাঁওয়ের সুতিবস্ত্রের প্রশংসা করেন। সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হয়। ঢাকায় মুঘল রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বস্ত্রশিল্পের প্রসার ব্যাপকতা লাভ করেছিল। এরপর ইউরোপিয় বণিকরা ঢাকায় আসতে থাকে এবং তারাও ঢাকাই মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এদেশে বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও মিহি সুতিবস্ত্রের শিল্প প্রাচীনকাল থেকে ছিল। কিন্তু ঐ সুতি কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও মিহি কাপড়ের নাম ঢাকাই মসলিন যা কিনা ইউরোপিয়দের প্রদত্ত নাম। এই মসলিন কোন ফার্সি, সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ নয়। গবেষকদের মতে ইরাকের মুসুল শহরের নাম থেকে ঢাকাই মসলিন নামটি এসেছে। পুরাকালে মুসুলে উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র তৈরি হতো যাকে ইউরোপিয়রা সাধারণভাবে মুসুলী, মুসলীন বা মসলিন নামে ডাকতেন। পরে ঢাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের সন্ধান পেলে তাকেও ইউরোপিয়রা মসলিন নাম দেন।

ঢাকা জেলার ঢাকা শহর, সোনারগাঁও, ধামরাই, টিটবাদি এবং ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর এলাকাগুলো মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। মাত্র ১৫০ বছর আগেও সোনারগাঁওয়ে প্রায় ৩০-এর মতো মসলিন তাঁতি ঘর ছিল।

মসলিন তাঁতি

উনিশ শতকের প্রথমদিকে প্রায় ৪০০ তাঁতি পরিবার ছিল যারা মসলিনের অতি সূক্ষ্ম সুতা তৈরি করতেন। ১৮৫১ সালের দিকেও কাপাসিয়া থানার টিটবাদি এলাকায় প্রায় ২০০ তাঁতি পরিবার ছিল। ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ি এলাকায় প্রায় ১০০০ মসলিন তাঁতি পরিবার ছিল।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন

ঢাকাই মসলিন তৈরি হতো উৎকৃষ্টমানের ফুটী কার্পাস দিয়ে। উল্লিখিত জায়গাগুলো মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত ফলে এসব জায়গায় বিশেষ ধরনের কার্পাস জন্মাতো। এই কার্পাস বা তুলা থেকে চাষী বা তাঁতিরা নিজেরাই সুতা তুলতেন। কয়েক টুকরো কাঠ, বাঁশ ও লোহা দিয়ে তাঁতিরা তাঁত বানাতেন। তারা অধিকাংশ সময়ে নিজের বাড়ির

উঠোনে কাজ করতেন। যখন মসলিনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল তখন একজন তাঁতির পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব ছিল না। তখন শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে চাষীরা শুধু কার্পাস চাষ করতেন। কার্পাস থেকে সুতা কাটার কাজ সাধারণত মাঝবয়সী নারীরা করতেন। কেউবা শুধু তাঁতই তৈরি করতেন। তাঁতি শুধু কাপড় বুনতেন। এর পাশাপাশি ঐসব অঞ্চলের শক্তিশালী জমিদার বা অন্যান্য প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতারও অবদান ছিল।

ঢাকাই মসলিন বিখ্যাত হয়েছিল দুটি কারণে, একটি হলো ঢাকার ফুটী কার্পাস, অন্যটি হলো সুতা কাটুনীদের দক্ষতা। মসলিন বোনার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। একখণ্ড মসলিন তৈরি করতে একজন তাঁতি ও তাঁর দুজন সহকারীর কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগতো। সেই সময়ে মসলিন কাপড় বোনার পর তা বিশেষ কৌশলে ধোয়া হতো। বড় গামলায় সাবান মিশিয়ে মসলিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হতো। কাপড়গুলোকে শুকানোর পর বাষ্পের তাপ দেয়া হতো। এভাবে কয়েকদিন বাষ্প ও রোদে শুকানোর পর, কাপড়ে লেবুর রস মাখানো হতো। এভাবে কেউ কাপড়ে রিপু করতেন, কেউ কাপড়ের সুতা নরম করার কাজ করতেন এবং কেউ কাপড় ইস্ত্রি করতেন।

তৎকালীন অন্যান্য কাপড়ের সাথে ঢাকাই মসলিনের পার্থক্য করা হত সূক্ষ্মতা, বুননশৈলী আর নকশার ধরণ দিয়ে। আবার একই মানদণ্ডের মাপকাঠিতে ঢাকাই মসলিনের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার মসলিনের প্রকারভেদ পাওয়া যেতো। সে প্রকারভেদ অনুসারে ঢাকাই মসলিনের রয়েছে বিভিন্ন বাহারি নাম। ঢাকাই মসলিনের বৈচিত্র্যময় নামগুলো প্রধানত ফার্সি, হিন্দি ও বাংলা শব্দ থেকে নেয়া হয়েছিল। মলবুস খাস এক ধরণের ঢাকাই মসলিন যার মানে হলো খাস বস্ত্র বা আসল কাপড়। এ জাতীয় মসলিন সবচেয়ে সেরা আর এগুলো তৈরি হতো সম্রাটদের জন্য। আঠারো শতকের শেষদিকে মলবুস খাসের মতো আরেক প্রকারের উঁচুমানের মসলিন তৈরি হতো যার নাম মলমল খাস। এগুলো লম্বায় ১০ গজ, প্রস্থে ১ গজ, আর ওজন হতো ৬-৭ তোলা। ছোট্ট একটা আংটির মধ্যে দিয়ে এ কাপড় নাড়াচাড়া করা যেতো। এই উঁচুমানের ঢাকাই মসলিনগুলো সাধারণত বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

সরকার-ই-আলা নামের মসলিন মলবুস খাসের মতোই উঁচুমানের ছিল। বাংলার নবাব বা সুবাদারদের জন্য তৈরি হতো এই মসলিন। সরকার-ই-আলা নামের জায়গা থেকে পাওয়া খাজনা দিয়ে এর দাম শোধ করা হতো বলে এর এরকম নামকরণ করা হয়েছিলো। লম্বায় হতো ১০ গজ, চওড়ায় ১ গজ আর ওজন হতো প্রায় ১০ তোলা। ঝুনা মসলিন, গবেষকদের মতে ঝুনা শব্দটি এসেছে হিন্দি ঝিনা থেকে, যার অর্থ হলো সূক্ষ্ম। ঝুনা মসলিনও সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে তৈরি হতো, তবে সুতার পরিমাণ কম থাকতো। তাই এ জাতীয় মসলিন হালকা জালের মতো দেখতে হতো। একেক টুকরা ঝুনা মসলিন লম্বায় ২০ গজ, প্রস্থে ১ গজ হতো। ওজন হতো মাত্র ২০ তোলা। এই মসলিন বিদেশে রপ্তানি করা হতো না, পাঠানো হতো মুঘল রাজ দরবারে। সেখানে দরবারের বা হারেমের মহিলারা গরমকালে এ মসলিনের তৈরি জামা গায়ে দিতেন।

মসলিন আব-ই-রওয়ান নামটি ফার্সি শব্দ, অর্থ প্রবাহিত পানি। এই মসলিনের সূক্ষ্মতা বোঝাতে প্রবাহিত পানির মতো টলটলে উপমা থেকে এর নামই আব-রওয়ান হয়ে যায়। লম্বায় হতো ২০ গজ, চওড়ায় ১ গজ, আর ওজন হতো ২০ তোলা। আব-ই-রওয়ান সম্পর্কে প্রচলিত চমৎকার গল্পগুলো শুনলে আশ্চর্য না হয়ে উপায় থাকে না। যেমন: একবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে তাঁর মেয়ে উপস্থিত হলে তিনি মেয়ের প্রতি রাগান্বিত হয়ে বললেন তোমার কি কাপড়ের অভাব নাকি? তখন মেয়ে আশ্চর্য হয়ে জানায় সে আব-ই-রওয়ানের তৈরি সাতটি জামা গায়ে দিয়ে আছে। অন্য আরেকটি গল্পে জানা যায়, নবাব আলীবর্দী খান বাংলার সুবাদার থাকাকালীন তাঁর জন্য তৈরি এক টুকরো আব-ই-রওয়ান ঘাসের উপর শুকোতে দিলে একটি গরু এতটা পাতলা কাপড় ভেদ করে ঘাস আর কাপড়ের পার্থক্য করতে না পেরে কাপড়টা খেয়ে ফেলে। এর খেসারৎ স্বরূপ আলীবর্দী খান ওই চাষীকে ঢাকা থেকে বের করে দেন।

মসলিন খাসসা যার নামকরণ হয়েছে ফার্সি শব্দ খাসসা থেকে। এই মসলিন ছিল মিহি আর সূক্ষ্ম, অবশ্য বুনন ছিল ঘন। ১৭ শতকে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিল খাসসার জন্য। ১৮-১৯ শতকে আবার জঙ্গলবাড়ি বিখ্যাত ছিল এ মসলিনের জন্য। তখন একে জঙ্গল খাসসা বলা হতো। অবশ্য ইংরেজরা একে ডাকত কুষা বলে। শবনম নামের আর প্রকার মসলিন প্রচলিত ছিল, যার নামের অর্থ হলো ভোরের শিশির। ভোরে শবনম মসলিন শিশিরভেজা ঘাসে শুকোতে দেয়া হলে শবনম দেখাই যেত না, এতটাই মিহি আর সূক্ষ্ম ছিল এই মসলিন। ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ প্রস্থের শবনমের ওজন হতো ২০ থেকে ২২ তোলা। আর একমাত্র নয়ন সুখ মসলিন এই নামটিই বাংলা শব্দ থেকে নেয়া। সাধারণত গলাবন্ধ রুমাল হিসেবে এর ব্যবহার হতো। এ জাতীয় মসলিনও ২০ গজ লম্বা আর ১ গজ চওড়া হতো।

বদন খাস নামে মসলিনটির নাম থেকে ধারণা করা হয় সম্ভবত শুধু জামা তৈরিতে এ মসলিন ব্যবহৃত হতো কারণ বদন মানে শরীর। এর বুনন অতটা ঘন হতো না। এগুলো ২৪ গজ লম্বা আর দেড় গজ চওড়া হতো, ওজন হতো ৩০ তোলা। ফার্সি

শব্দ সর-বন্ধ দিয়ে যে মসলিনের নামকরণ করা হয়েছে তার মানে হল মাথা বাঁধা। প্রাচীন বাংলার উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন, যাতে ব্যবহৃত হতো সর-বন্ধ। লম্বায় ২০-২৪ গজ আর চওড়ায় আধা থেকে এক গজ হতো; ওজন হতো ৩০ তোলা। ডোরাকাটা ডিজাইনের কাপড় হিসেবে ডোরিয়া মসলিন পরিচিত ছিল। লম্বায় ১০-১২ গজ আর চওড়ায় ১ গজ হতো। শিশুদের জামা তৈরি করে দেয়া হতো ডোরিয়া দিয়ে।

প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানি শাড়ি বাঙালি নারীদের অতি পরিচিত। জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র। মসলিনের উপর নকশা করে জামদানি কাপড় তৈরি করা হতো। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়িকেই বোঝান হয়। তবে জামদানি দিয়ে নকশি ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হতো। ১৭০০ শতাব্দীতে জামদানি দিয়ে নকশাওয়ালা শেরওয়ানির প্রচলন ছিল। এছাড়া মুঘল, নেপালের আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গার জন্যও জামদানি কাপড় ব্যবহৃত হতো। তবে আগেকার যুগে 'জামদানি' বলতে বোঝানো হতো নকশা করা মসলিনকে। সেসময় আরো বিভিন্ন প্রকারের মসলিন ছিল, যেমন রঙ্গ, আলিবালি, তরাদ্দাম, তনজেব, সরবুটি, চারকোনা ইত্যাদি।

মসলিনের উত্তরাধিকারী জামদানী শাড়ি

কিন্তু আমাদের এত বড় গৌরবের মসলিন হারিয়ে গেছে। সোনালি ইতিহাসকে ধরে রাখার কোন চেষ্টাও হয়নি। বাঙালি গবেষকরা এই ইতিহাসকে রক্ষা ও প্রচারের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা করেননি। মসলিন হারিয়ে যাওয়ার পিছনে শাসক শ্রেণির দোসরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। একটি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ঐ শিল্পের আদ্যোপান্ত জুড়ে সমবণ্টন প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ১৭৬০-১৮০০ সালের দিকে একজন কারিগরের মাসে বেতন ছিল ৮ আনা থেকে ১২ আনা। কিন্তু ঐ ১৮০০ সালের দিকে ভালো মানের মসলিন ২৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হতো। অথচ মলবুস খাস নামক ঢাকাই মসলিন তৈরি করতে ৩ জন তাঁতির এক বছর সময় লাগতো। সুতা কাটুনিদের রোজগার ছিল মাসে অতিরিক্ত ২ টাকা। গরীব চাষীরা প্রায়ই অগ্রিম ধার নিতেন। টাকা শোধের জন্য দাম বাড়ার আগেই দালাল-পাইকারদের নিকট বিক্রি করতেন। সম্রাটের দালালেরা ২৫০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা রেখে দিয়ে বাকি টাকা খরচের জন্য বণ্টন করতেন। দালালেরা কখনো কাপড়ের ন্যায্য মূল্য দিতেন না। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানী লাভের পর কোম্পানি ও কোম্পানির চাকুরেরা নিজস্ব ব্যবসার প্রয়োজনে গোমস্তা নিয়োগ দিতেন। এই গোমস্তারা চাষী ও তাঁতিদের অগ্রিম দিতেন, পরে কমদামে কাপড় কেনার জন্য অত্যাচার করতেন। এছাড়া ঢাকাই মসলিন বিলুপ্ত হবার পিছনে অন্যান্য তিনটি কাঠামোগত কারণ রয়েছে, যেমন ইংলান্ডে শিল্প বিপ্লব, বিলাতী সস্তা সুতার আমদানি এবং বিলাতে ঢাকাই মসলিনের উপরে উঁচু হারে কর আরোপ।

ইংল্যান্ডে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারে অনেক কলকারখানায় সস্তায় সুতা ও কাপড় তৈরি হতে থাকে। সেই সস্তা সুতার তৈরি কাপড় ভারতে রপ্তানি হলে এদেশের মানুষেরা কেনা শুরু করে। কারণ স্থানীয় সুতির কাপড়ের দাম বেশি ছিল। এমনিতেই ঢাকাই মসলিনের দাম বেশি ছিল। আর বিলাতে উঁচু হারে কর আরোপের ফলে মসলিনের দাম সে বাজারে আরো বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বিলাতে মসলিন আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ দিওয়ানীর কারণে ঢাকায় আর্মেনিয়, ওলন্দাজ, তুরানি, মুঘল, পাঠান ও গ্রিক ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১৭ সালে ইউরোপে মসলিনের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি মসলিন শিল্প উঠে যায়। এছাড়া কেবল ধনী ভোক্তা শ্রেণির মেজাজ-মর্জি নির্ভর করে কোন শিল্প টিকে থাকতে পারে না। এভাবে হারিয়ে গেছে আমাদের গর্ব ঢাকাই মসলিন। কিন্তু সেই ঢাকাই মসলিন বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করতে পারে চিরকাল।

তথ্যসূত্র:

১। *ঢাকাই মসলিন*, ড. আবদুল করিম, ১৯৬৫; প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমি।

২। *ঢাকার মসলিন*, মুনতাসির মামুন, ২০০৫; আগামী প্রকাশনী।

৩। বাংলাপিডিয়া।

লেখক: সহকারী কীপার, জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্রশিক্ষণ

জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের এপ্রিল-জুন, ২০১৯ সময়কালের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
জনাব মো. আবুল বাশার সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	ই-নথি কোর্স	০৭ থেকে ১১ এপ্রিল ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মিতু রানী অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৮ থেকে ২৮ এপ্রিল ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. আবদুল মজিদ সচিব (যুগ্মসচিব) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	'*2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh*' শীর্ষক সেমিনার	০৮ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*Department of Central Academy of Cultural and Tourism Administration*, বেইজিং, চীন
ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক কীপার(জ) ও কীপার (সং) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	'*2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh*' শীর্ষক সেমিনার	০৮ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*Department of Central Academy of Cultural and Tourism Administration*, বেইজিং, চীন
জনাব আসমা ফেরদৌসি উপ-কীপার(জ)	'*2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh*' শীর্ষক সেমিনার	০৮ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*Department of Central Academy of Cultural and Tourism Administration*, বেইজিং, চীন
জনাব শওকত ইমাম খান সহকারী কীপার (প)	'*2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh*' শীর্ষক সেমিনার	০৮ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*Department of Central Academy of Cultural and Tourism Administration*, বেইজিং, চীন
জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস প্রশাসনিক কর্মকর্তা (প্রটোকল ও সমন্বয়) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ শাখা	'*2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh*' শীর্ষক সেমিনার	০৮ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*Department of Central Academy of Cultural and Tourism Administration*, বেইজিং, চীন
জনাব মো. গোলাম কাউছার সহকারী কীপার(ই) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা	*Training Workshop of the ICOM International Training Centre for Museum Studies (ICOM-ICT)*	০৯ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০১৯	*ICOM-ICT*, বেইজিং, চীন
জনাব মো. আকছারুজ্জামান নুরী সংরক্ষণ রসায়নবিদ	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ২০১৮-২০১৯-এর আলোকে 'উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৯ থেকে ২০ এপ্রিল ২০১৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
জনাব মোহাম্মদ মনিরুল হক উপ-কীপার (ই)	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ২০১৮-২০১৯-এর আলোকে 'উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১৯ থেকে ২০ এপ্রিল ২০১৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
জনাব মোরশেদা বেগম অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স	২১ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব আবুল হাসানাত মো. ফজলে রাব্বি গ্রন্থাগারিক (জি.জা)	'এ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট বেসিক কোর্স, ২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৩ এপ্রিল থেকে ০৫ মে ২০১৯	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ৩২, বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদ সরণি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
জনাব তৌহিদ ইসলাম আকাশ অফিস সহায়ক	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৩ এপ্রিল থেকে ১২ মে ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা

প্রশিক্ষণ

জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের এপ্রিল-জুন ২০১৯ সময়কালের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ	ই-নথি কোর্স	০৪ মে ২০১৯	আইসিটি শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা
জনাব সালমীম খান কলি মডেলার	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৬ থেকে ২৬ মে ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব আফরিন নাহার শিখা অফিস সহায়ক	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	১৪ থেকে ২৭ মে ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. আনোয়ার হোসেন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	ই-নথি কোর্স	১৯ থেকে ২৩ মে ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. আনোয়ার হোসেন পেইন্টার	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	১০ থেকে ২৩ জুন ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব খালেদা সুলতানা প্রদর্শক প্রভাষক	কমিউনিকেটিভ ইংলিশ কোর্স	১২ থেকে ২৩ জুন ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
জনাব মো. তারেকুল ইসলাম অফিস সহায়ক	১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারিদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৩ থেকে ২৭ জুন ২০১৯	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪৯, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ই-নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ	ই-নথি সতেজকারক কর্মশালা, ২০১৯।	২৯ জুন ২০১৯	আইসিটি শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ	শাখা জাদুঘরসমূহের তৈরিকৃত ওয়েবসাইটে তথ্য সন্নিবেশ ও ওয়েবসাইট উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা, ২০১৯	৩০ জুন ২০১৯	আইসিটি শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভাগ ও শাখা প্রধান এবং সকল ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	৩০ জুন ২০১৯	প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভাগ ও শাখা প্রধান এবং সকল ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১	৩০ জুন ২০১৯	প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ, ঢাকা

দেশি-বিদেশি অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শন

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ জাদুঘর পরিদর্শনে এলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার, শিক্ষা অফিসার জনাব সাইদ সামসুল করীম, উর্ধ্বতন প্রদর্শক প্রভাষক জনাব সোহেল মাসুদ এবং প্রদর্শক প্রভাষকগণ গ্যালারি পরিদর্শনের সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ, অভ্যর্থনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাদুঘর সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং গ্যালারি পরিদর্শনে সহায়তা প্রদান করেন। এ কর্মসূচির আওতায় এপ্রিল-জুন ২০১৯ পর্যন্ত দেশি ও বিদেশি অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শনের নির্বাচিত অংশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

দেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শন:

০৩ এপ্রিল ২০১৯
জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত গ্রন্থাগার প্রশাসন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগারে কর্মরত ৪০ জন কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ এপ্রিল ২০১৯
জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত 'গ্রন্থাগার প্রশাসন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলার গ্রন্থাগারের কর্মরত ২৫ জন কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৩ এপ্রিল ২০১৯
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান-এর পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতিসহ ৮ জন সদস্য জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৭ এপ্রিল ২০১৯
দিনাজপুরের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুস সালাম খান ১০ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২০ এপ্রিল ২০১৯
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মো. আতিয়ার রহমান জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

২৯ এপ্রিল ২০১৯
ফুলবাড়ী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো. সাইফুল ইসলাম পরিবারের ৬ জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০১ মে ২০১৯
রেডিও ও টেলিভিশনের প্রযোজক ও পরিচালক জনাব শুভাশিষ ভৌমিক জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৮ মে ২০১৯
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের ৭ জন প্রশিক্ষণার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১১ জুন ২০১৯
জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ২৪০ জন শিশু জাদুঘর পরিদর্শন করে।

১৯ জুন ২০১৯
আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঢাকায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২১ জুন ২০১৯
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো. মফিদুল ইসলাম জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

দেশি-বিদেশি অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শন

বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দের জাদুঘর পরিদর্শন

০২ এপ্রিল ২০১৯
ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদ *Reml De Centaines* ২ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ এপ্রিল ২০১৯
দক্ষিণ কোরিয়ার *Cheiljedang Group*-এর প্রধান নির্বাহী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক *Mr. Jung* ৭ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৯ এপ্রিল ২০১৯
জাপানের *Canon Company Limited*-এর *Asia Pacific Region*-এর সহকারী পরিচালক *Mr. Huku Long* জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

১৪ এপ্রিল ২০১৯
জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক *Dr. Reson Alx* ৩ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৯
পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে *Transition Crim: SAARC Prespective* শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে আগত ভারত, মালদ্বীপ, ভুটান ও বাংলাদেশের ২০ জন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের স্বাগত জানান জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ।

২০ এপ্রিল ২০১৯
British High Commissioner Mr. Robert Chatteron Diskson এবং তাঁর স্ত্রী জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

২৩ এপ্রিল ২০১৯
লন্ডনের বিশিষ্ট সাংবাদিক *Mr. Sander Groen* জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১৯
Mr. Jue Zhans-এর নেতৃত্বে চীনের ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৮ এপ্রিল ২০১৯
বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

৩০ এপ্রিল ২০১৯
আমেরিকা দূতাবাসের *Commercial Officer Mr. Jim Town* জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৯
চীনের ইউনান প্রদেশের *Political Consultative Conference*-এর ভাইস চেয়ারম্যান *Mr. Huang Yi* ২০ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০৪ মে ২০১৯
দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল আই. আই. টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

দেশি-বিদেশি অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শন

১৩ মে ২০১৯

আমেরিকার *Rice University*-এর শিক্ষক *Brendan Carr* জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৫ মে ২০১৯

চীনের বেইজিং থেকে আগত ৪ জন ব্যবসায়ী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

০১ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচিত্রের স্ক্রিপ্ট রাইটার ভারতের *MR. ATUL TIWARI* এবং *MS. SHAMA ZAIDI* জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আব্দুল মালেক। অতিথিদের স্বাগত জানান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ ও জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার।

০৩ জুন ২০১৯

ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের কন্যা *Ms.Clio Chatterton Quickson* জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ব্রিটিশ অ্যামবাসির কর্মকর্তা *Jack ussley*।

১১ জুন ২০১৯

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক *Bruceameria* ৫ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১২ জুন ২০১৯

ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ আয়োজিত *SSEASR* সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ৩০টি দেশের ১৮০ জন নদী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ জাদুঘর পরিদর্শন করেন ।

১৪ জুন ২০১৯

ভারতের দিল্লি ন্যাশনাল মিউজিয়ামের মহাপরিচালক এবং ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইন্সটিটিউটটের উপাচার্য *Dr. B R MANI* জাদুঘর পরিদশন করেন। অতিথিকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ।

দেশি-বিদেশি অতিথিদের জাদুঘর পরিদর্শন

১৬ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মীদের নিদর্শন সংরক্ষণ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আগত কোরিয়ার ৫ জন সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। অতিথিদের নেতৃত্ব দেন *Mr. Tahk Kyug Back Curator*।

১৭ জুন ২০১৯

Dr. Joan Joing-এর নেতৃত্বে চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও ফ্রান্স-এর ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, ব্যাংকার, আইনজীবী।

১৭ জুন ২০১৯

ভারতের *BIMRECH BIRLA INSTITUTE*-এর *Professor Dr. Abhijit K.Chattorji* ৪ জন সফরসঙ্গী নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২২ জুন ২০১৯

চাইনিজ ইউনিভার্সিটি হংকং-এর অধ্যাপক *Dr. Claire Wang*-এর নেতৃত্বে ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৪ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসবে যোগদানের জন্য চীন থেকে আগত *China theatre Institution*-এর ২৫ জন প্রতিনিধি জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেন *Association vice president MR. TANG LINGYI*।

২৫ জুন ২০১৯

কেনিয়ান ব্যবসায়ি *MR. Stuphem Muenda* জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

২৮ জুন ২০১৯

ব্রুনাই হাইকমিশনার জনাব হাজী হারিস ওয়াহাসান পরিবারের ৬ জন সদস্য নিয়ে জাদুঘর পরিদর্শন করেন । তার সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হাইকমিশনের চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ রেদওয়ান হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ।

সচিত্র তথ্যকণিকা

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব) আয়োজিত "৮ম আন্তর্জাতিক SSEASR কনফারেন্স" উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত পুস্তক মেলায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অংশগ্রহণ করে। পুস্তক মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইউল্যাব কর্তৃক সনদপত্র প্রদান করা হয়। ইউল্যাব কর্তৃপক্ষ মেলায় অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে সনদপত্র প্রদান করছেন।

বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন

স্কুল শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে আগত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ বছরব্যাপী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন।

এপ্রিল-জুন ২০১৯ মাসের সংগৃহীত নিদর্শন

ক্রমিক	সংগ্রহ নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	নিদর্শনের বিবরণ	প্রাপ্তিস্থান	সংগ্রহের ধরন	বিক্রেতা/ উপহারদাতার নাম ও ঠিকানা
০১	০১.০২.০৬০.২০১৯. ০০০৫২ থেকে ০১.০২. ০৬০.২০১৯.০০১০৪	১০.০৪.২০১৯	শিল্পকর্ম: ধাতব	ঢাকা	ক্রয়	জনাব মো. আমিন খান ৩৪২, এলিফ্যান্ট রোড, নিউ মার্কেট ঢাকা
০২	০১.০২.০৫২.২০১৯.০০১০৫	১০.০৪.২০১৯	লোকজ সংস্কৃতি: কাঠ, হাতুড়ি	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৩	০১.০২.০৫১.২০১৯. ০০১০৬ থেকে ০১.০২.০৫১.২০১৯.০০১০৮	১০.০৪.২০১৯	নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি: লোহা, খোঁপার কাটা	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৪	০১.০২.০৫৬.২০১৯.০০১০৯ থেকে ০১.০২.০৫৬.২০১৯.০০১১০	১০.০৪.২০১৯	নৌকা: কাঠ, ছইওয়ালা নৌকার অনুকৃতি	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৫	০১.০২.০৫৮.২০১৯.০০১১১	১০.০৪.২০১৯	শিল্পকর্ম: টিফিন ক্যারিয়ার, চীনা মাটি ও ধাতব	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৬	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১১২ থেকে ০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১১৪	১০.০৪.২০১৯	অলংকার: ১. হার-রৌপ্য ২. নূপুর: খাদযুক্ত- রৌপ্য ৩. খোপার কাটা-ধাতব	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৭	০১.০২.০৬৭.২০১৯.০০১১৫ থেকে ০১.০২.০৬৭.২০১৯.০০১১৬	১০.০৪.২০১৯	বাদ্যযন্ত্র: ১. দোতারা, কাঠ ও চামড়া ২. কাঁসর, ধাতব	ঢাকা	ক্রয়	ঐ
০৮	০১.০১.০২০.২০১৯.০০১১৭	২৬.০৬.২০১৯	মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন: খাম, কাগজ	কলকাতা/ঢাকা	উপহার	ড. সোনিয়া নিশাত আমিন অধ্যাপক (অবঃ) ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সোনাঝুড়ি ফ্ল্যাট-৩, ৬/১/বি, ব্লক-১, কাজী নজরুল ইসলাম রোড লালমাটিয়া, ঢাকা
০৯	০১.০১.০২০.২০১৯.০০১১৮ থেকে ০১.০১.০২০.২০১৯.০০১২৩	২৬.০৬.২০১৯	মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী নিদর্শন: পোস্টার, কাগজ ১৯৭২-১৯৭৩ সাল	নওগাঁ	সংগৃহীত	—
১০	০১.০৩.১০১.২০১৯.০০১২৪	২৯.০৬.২০১৯	সমকালীন চিত্রকর্ম: কাগজে এ্যাক্রেলিক শিল্পী: মাহবুবুল আমীন, ২০০৪	ঢাকা	ক্রয়	অধ্যাপক আবদুস শাকুর শাহ বাড়ি-৪৯/সি, রোড-১৩/বি সেক্টও-৩, উত্তরা, ঢাকা
১১	০১.০৩.১০১.২০১৯.০০১২৫	২৯.০৬.২০১৯	চারুকলা সমকালীন চিত্র: আখ্যা, কম্পোজিশন মাধ্যম: ক্যানভাসে এ্যাক্রেলিক শিল্পী: আব্দুল মোকতাদির, ২০০১	ঢাকা	ক্রয়	জনাব কুররাতুল আইন তাহমিনা ফ্ল্যাট-৫/বি,বাসা-৩৫/এ সড়ক-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা
১২	০১.০১.০০৫.২০১৯.০০১২৬	২৯.০৬.২০১৯	পাণ্ডুলিপি: হাতে লেখা পবিত্র কোরান শরীফ, কাগজ।	শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ	উপহার	জনাব খাজা মুহম্মদ আব্দুল হালিম গ্রাম-খাজাপুর, ডাকঘর-বিনোটিয়া, উপজেলা-শাহজাদপুর জেলা-সিরাজগঞ্জ
১৩	০১.০১.০২২.২০১৯.০০১২৭	২৯.০৬.২০১৯	স্মৃতি নিদর্শন: নোটবুক, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ডা. জিকরুল হকের স্বহস্তে লিখিত, কাগজ।	সৈয়দপুর নীলফামারী	উপহার	জনাব মো.মুজিবুল হক, ফ্ল্যাট নং-২-এ, বিল্ডিং নং-০৯, নাভানা গার্ডেন, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৬

এপ্রিল-জুন ২০১৯ মাসের সংগৃহীত নিদর্শন

ক্রমিক	সংগ্রহ নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	নিদর্শনের বিবরণ	প্রাপ্তিস্থান	সংগ্রহের ধরন	বিক্রেতা/ উপহারদাতার নাম ও ঠিকানা
১৪	০১.০১.০০৯.২০১৯.০০১২৮ থেকে ০১.০১.০০৯.২০১৯.০০১২৯	২৯.০৬.২০১৯	দলিল: কাগজ, ব্রিটিশ শাসনামলের সরকারি কাজে ব্যবহৃত (1) The Gazette of India (2) Ordinary Original Civil Jurisdiction	ঢাকা	উপহার	জনাব মো. সাইফুল ইসলাম, ২১/২ ওরিয়েন্টাল জাহান, ফ্ল্যাট নং- সি-৩, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯।
১৫	০১.০২.০৬০.২০১৯.০০১৩০ থেকে ০১.০২.০৬০.২০১৯.০০১৩৪	২৯.০৬.২০১৯	ধাতব শিল্পকর্ম	ঢাকা	ক্রয়	আরএফকিউ-এর মাধ্যমে সংগৃহীত
১৬	০১.০২.০৭২.২০১৯.০০১৩৫ থেকে ০১.০২.০৭২.২০১৯.০০১৫২	২৯.০৬.২০১৯	কাচের শিল্পকর্ম	ঢাকা	সংগ্রহ	সংগ্রহকৃত
১৭	০১.০২.০৬৪.২০১৯.০০১৫৩ থেকে ০১.০২.০৬৪.২০১৯.০০১৫৬	২৯.০৬.২০১৯	পোশাক	ঢাকা	ক্রয়	আলিফ জরি হাউজ ২৫০ এ, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
১৮	০১.০২.০৬৫.২০১৯.০০১৫৭	২৯.০৬.২০১৯	বস্ত্র	ঢাকা	ক্রয়	জনাব মো. মাসুদ রানা ঠিকানা: পাঁচলিয়া, রশিদাবাদ, সিরাজগঞ্জ
১৯	০১.০২.০৬০.২০১৯.০০১৫৮	২৯.০৬.২০১৯	ধাতব শিল্পকর্ম	ঢাকা	ক্রয়	সংগ্রহকৃত
২০	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৫৯	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: নূপুর, খাদযুক্ত রূপা	ভাটিয়া, চট্টগ্রাম	ক্রয়	জনাব কবির মাল বাবুর হাট, চাঁদপুর
২১	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬০	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: নূপুর, খাদযুক্ত রূপা	ঐ	ক্রয়	ঐ
২২	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬১	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: মান্তাসা, খাদযুক্ত রূপা	বাঁশখালি, চট্টগ্রাম	ক্রয়	ঐ
২৩	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬২	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: মান্তাসা, খাদযুক্ত রূপা	ঐ	ক্রয়	ঐ
২৪	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৩	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: চূড়, খাদযুক্ত রূপা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ক্রয়	ঐ
২৫	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৪	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: খোঁপার কাঁটা, খাদযুক্ত রূপা	কক্সবাজার	ক্রয়	ঐ
২৬	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৫	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: কালশি, খাদযুক্ত রূপা	পটিয়া, চট্টগ্রাম	ক্রয়	ঐ

এপ্রিল-জুন ২০১৯ মাসের সংগৃহীত নিদর্শন

ক্রমিক	সংগ্রহ নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	নিদর্শনের বিবরণ	প্রাপ্তিস্থান	সংগ্রহের ধরন	বিক্রেতা/ উপহারদাতার নাম ও ঠিকানা
২৭	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৬	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: মল/ খাড়ু, খাদযুক্ত রূপা	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	ক্রয়	ঐ
২৮	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৭	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: বিছা, খাদযুক্ত রূপা	ময়মনসিংহ	ক্রয়	ঐ
২৯	০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৮	২৯.০৬.২০১৯	অলংকার: গলার মালার গুটিকা, খাদযুক্ত রূপা	সিলেট	ক্রয়	ঐ

অলংকার: খাদযুক্ত রূপা, খোঁপার কাটা
সংগ্রহ নম্বর: ০১.০২.০৬২.২০১৯.০০১৬৪

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী নিদর্শন: পোস্টার
উপাদান: কাগজ, সময়কাল: ১৯৭১-৭২
সংগ্রহ নম্বর: ০১.০১.০২০.২০১৯.০০১২১

ধাতব শিল্পকর্ম: ধাতব বাঁশি
সংগ্রহ নম্বর: ০১.০২.০৬০.২০১৯.০০১০৪

মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন: খাম
উপাদান: কাগজ, সময়কাল: ২৯ জুলাই, ১৯৭১
সংগ্রহ নম্বর: ০১.০১.০২০.২০১৯.০০১১৭

জাদুঘরের গ্রন্থাগারে এপ্রিল-জুন ২০১৯ পর্যন্ত সংগৃহীত বইয়ের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	লেখক/সম্পাদক	প্রকাশক	প্রকাশনার স্থান	প্রকাশনার বছর
০১	শতাব্দীর বাংলাদেশ	ড. মোহাম্মদ হাননান	আগামী প্রকাশনী	ঢাকা	২০০১
০২	স্বাধীনতা	মেজর কামরুল হাসান ভূইয়া	অনন্যা	ঢাকা	২০১১
০৩	বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চা	বদরুদ্দীন উমর	কথাপ্রকাশ	ঢাকা	২০০৬
০৪	বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ (উভচর প্রাণী ও সরীসৃপ)	জিয়া উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি	ঢাকা	২০১৩
০৫	বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ (স্তন্যপায়ী প্রাণী)	জিয়া উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি	ঢাকা	২০১৩
০৬	বাংলা ও বাঙালির কবি	জসীম উদ্দীন	কালের ধ্বনি	ঢাকা	২০১৯
০৭	মুসলিম চিত্রকলা	ডক্টর সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	মাওলা ব্রাদার্স	ঢাকা	১৯৭৯
০৮	Coins From Bangladesh	Bulbul Ahmed	Nymphea	Dhaka	2013
০৯	Postage Stamps On Liberation Of Bangladesh	Muhammad Lutful Haq	Nymphea	Dhaka	2013
১০	The True Story Of Heavenly Culture, World Peace, Restoration Of Light (HWPL): Peace and Cessation Of War	Man Hee Lee	HWPL	South Korea	2018
১১	Bangladesh: Six Decades (1947-2007)	Anisuzzaman	Nymphea	Dhaka	2010
১২	Buddhist Heritage Of Bangladesh	Bulbul Ahmed	Nymphea	Dhaka	2015
১৩	Sandesh Ornamented Terracotta and Stone Moulds from Bangladesh Traditional Motifs 1000 Possibilities	Chandra Shekhar Shaha	Nymphea	Dhaka	2017
১৪	Festivals Of Bangladesh	Anisuzzaman	Nymphea	Dhaka	2015
১৫	Pronomohi Bongomata Indigenous Cultural Forms Of Bangladesh	Saymon Zakarria	Nymphea	Dhaka	2011

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহে এপ্রিল-জুন ২০১৯ পর্যন্ত আগত দর্শক সংখ্যা

মাসের নাম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা	ওসমানী জাদুঘর, সিলেট	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ	স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা	পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন জাদুঘর ও লোক সংস্কৃতি কেন্দ্র, ফরিদপুর	সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া
এপ্রিল	৪৪,৬০০ জন	৪৩,৯৮১ জন	২৮২ জন	৭,৪৮৯ জন	৩,০১৭ জন	১১,৮৪৬ জন	১,৫৭৮ জন	২৯০ জন
মে	১১,০০৪ জন	৬,৬৪২ জন	৮১ জন	১,৭৭০ জন	৫৬০ জন	৮৯৯ জন	২৭৫ জন	৪৩ জন
জুন	৫৬,৪৯০ জন	৫৪,২৬৬ জন	৪০০ জন	১১,৫৭৫ জন	২,৮৩৫ জন	৭,০৪৩ জন	১,৭২৪ জন	৭০১ জন

অবসর গ্রহণ

জাদুঘরের নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মো. মোস্তফা গত ২৯ মে ২০১৯ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি ১ জুন ১৯৮৫ সালে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে জাদুঘরে যোগদান করেন। চাকুরিকালে তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
		গ্রন্থ		
১	বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা	এনামুল হক	১৯৭৮	২৫.০০
২	The Aesthetics & Vocabulary of Nakshi Kantha	পারভীন আহমেদ	১৯৯৭	৫৫০.০০
৩	বিস্মৃত সুরশিল্পী কে. মল্লিক : অপ্রকাশিত আত্মকথা	আবুল আহসান চৌধুরী	২০০১	১০০.০০
৪	মহাস্থান	আফরোজ আকমাম	২০০৬	৭৭৫.০০
৫	Iconography of Buddhist & Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum	নলিনীকান্ত ভট্টাশালী	২০০৮	৮০০.০০
৬	Bangladesh Kantha Art in the Indo - Gangetic Matrix	পারভীন আহমেদ	২০০৯	২৫০.০০
৭	Centenary Commemorative Volume (স্মারক গ্রন্থ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	১,০০০.০০
৮	জয়নুল আবেদিন: শিল্পী ও শিল্পকর্ম (২য় সংস্করণ)	সৈয়দ আলী আহসান	২০১৫	৯০০.০০
৯	বাংলাদেশের দারুশিল্প	ড. জিনাত মাহরুখ বানু	২০১৬	২,৫০০.০০
১০	A Revered Offering To Nalini Kanta Bhattasali: A Versatile Scholar	আবদুল মমিন চৌধুরী	২০১৬	৮০০.০০
১১	সার্ধশত জন্মবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ দীনেশচন্দ্র সেন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১০০.০০
১২	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ছাত্র হত্যাকাণ্ড: এলিস কমিশন রিপোর্ট	রাশেদ রাহম	২০১৮	৬০০.০০
১৩	Women In Bangladesh Liberation War Rediscovered In Madonna Series	সেলিমা চৌধুরী	২০১৮	১,২০০.০০
১৪	Traditional Jamdani Design	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ	২০১৮	৩,০০০.০০
১৫	Islamic Art Heritage of Bangladesh (২য় সংস্করণ)	এনামুল হক	২০১৮	২,৫০০.০০
১৬	নজরুল পাণ্ডুলিপি	ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস	২০১৮	১,০০০.০০
১৭	বঙ্গবন্ধু: নির্ভীক রাষ্ট্রনায়ক	মো. আব্দুল মান্নান ইলিয়াস	২০১৯	৫০০.০০
		জার্নাল		
১৮	বাংলাদেশ ললিতকলা, ভলিউম-২, নম্বর-১	শেখ আকরাম আলী	১৯৯৪	১০০. ০০
১৯	The Journal of Bangladesh National Museum, No. 4	প্রফেসর মাহমুদুল হক	২০০৫	১৫০.০০
২০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা	প্রকাশ চন্দ্র দাস	২০১৩	৫০০.০০
২১	The Journal of Bangladesh National Museum Vol. -5	ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	২০১৫	৩০০.০০
		প্রদর্শনীর ক্যাটালগ/ ফোল্ডার		
২২	বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনযাত্রা বিশেষ প্রদর্শনী ১৪০০ সাল	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৪	১০.০০

জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
	প্রদর্শনীর ক্যাটালগ/ ফোল্ডার			
২৩	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনী	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২৫.০০
২৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন দিবস উপলক্ষ্যে কারুশিল্প মেলা ২০১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২৫.০০
২৫	বিশেষ অলংকার প্রদর্শনী ২০১২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৩০.০০
২৬	স্বাধীনতা সংগ্রাম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৭	ভাষা আন্দোলন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৮	মুক্তিযুদ্ধ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
২৯	স্বাধীন বাংলাদেশ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	৫০.০০
৩০	কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩১	প্রধান মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩২	নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারি ব্যবহার নীতিমালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১২	২৫.০০
৩৩	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৩৪	দুর্লভ বই ও সাময়িকীর বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৭৫.০০
৩৫	বিশেষ প্রদর্শনী ২০১৩ (চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের সংগৃহীত নিদর্শন)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	২০০.০০
৩৬	জয়নুল আবেদিনের জন্মশতবার্ষিকী ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৩৭	গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১ (ইংরেজি)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০.০০
৩৮	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বা.জা.জা. সংগৃহীত শিল্পকর্মের বিশেষ প্রদর্শনী - ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০০.০০
৩৯	ইতালীয় শিল্পী, স্থপতি ও অধ্যাপক তারশিতো নিকোলা স্ট্রিপলি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৫০০.০০
৪০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ২০১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৪১	A Descriptive Catalogue of the Arabic and Persian Inscriptions In The Bangladesh National Museum, Volume - 01/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১,০০০.০০
৪২	A Descriptive Catalogue of the Terracotta Objects In The Bangladesh National Museum, Volume - 02/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৩	A Descriptive Catalogue of Mollusc Shell In The Bangladesh National Museum, Volume - 03/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৪	Descriptive Catalogue of the textile Objects In BANGLADESH NATIONAL MUSEUM –Volume - 04/2016	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	৩,০০০.০০
৪৫	বঙ্গবন্ধু: মৃত্যুঞ্জয়ী মহানায়ক	আব্দুল মান্নান ইলিয়াস	২০১৮	৪০০.০০
৪৬	হাসুমনির বাংলাদেশ	মো. মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী	২০১৮	৩০০.০০

জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকাশনার নাম	লেখক/সম্পাদক/প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল্য
		অ্যালবাম		
৪৭	চিত্রধারায় বঙ্গবন্ধু	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৪৮	বাংলাদেশের কারেন্সি নোট সেট	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	২৩০০.০০
৪৯	বাংলাদেশের স্ট্যাম্প সেট	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	২০০.০০
৫০	Master Artists of Bangladesh Zainul Abedin	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১৫০০.০০
৫১	আলোকচিত্রে সেকালের ঢাকা (৩য় সংস্করণ)	ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	২০১৮	৩০০০.০০
		পোস্ট কার্ড		
৫২	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	-	৫.০০
৫৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	-	৫.০০
৫৪	জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	১০০.০০
৫৫	কামরুল হাসান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৫৬	এস. এম সুলতান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
৫৭	শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৬	১০০.০০
		পোস্টার		
৫৮	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৫৯	এস. এম সুলতান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৬০	কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	২০.০০
৬১	১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	৫০.০০
৬২	গণহত্যা ও নির্যাতন ১৯৭১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৪	২০.০০
		স্যুভেনির		
৬৩	পেপার ওয়েট (পুরাতন)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৮	২৫.০০
৬৪	কোট পিন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	১৯৯৮	১৫.০০
৬৫	কফি মগ (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৬৬	ব্যাগ (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৬০০.০০
৬৭	পেপার ওয়েট (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	১২০.০০

জাদুঘরের প্রকাশনার তালিকা

৬৮	টি-শার্ট (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩০০.০০
৬৯	ধাতব স্মারক মুদ্রা (শতবর্ষ)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৩	৩,০০০.০০
৭০	পিতলের তৈরি নৌকা (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১৩৮০.০০
৭১	সিলভারের তৈরি সিএনজি (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৫১৮.০০
৭২	কাঠের তৈরি হারিকেন	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৫১৮.০০
৭৩	কাঠের তৈরি রেহাল (বড়)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৬৬০.০০
৭৪	কাঠের তৈরি তাজমহল	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	৪৪০.০০
৭৫	১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মসমর্পণ দৃশ্যের টেরাকোটা দলিলের রেপ্লিকা স্মারক (ক্রেস্ট)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৭	১,০০০.০০
৭৬	ভাস্কর নভেরা আহমদের পরিবার রেপ্লিকা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১৮	২,৩০০.০০
	নিদর্শন গ্যালারির তথ্যচিত্র (VCD)			
৭৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিসমূহে প্রদর্শিত নিদর্শনের তথ্যচিত্র ("Meet Bangladesh National Museum" VCD)	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০০৬	১০০.০০
	পরিচিতি			
৭৮	পরিচিতি: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১০	১৫.০০
৭৯	পরিচিতি: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	২০১১	২০.০০

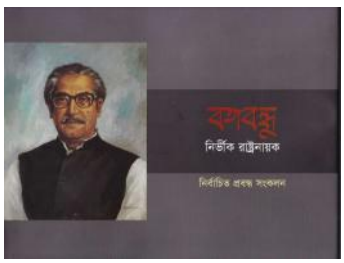

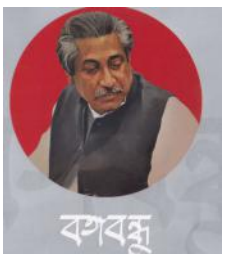

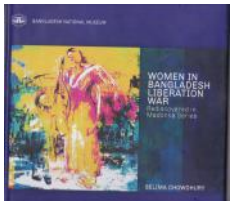

‘অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক: গণতন্ত্র ও গণমানুষের নেতা’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ৩ এপ্রিল ২০১৯, বুধবার বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ‘অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক: গণতন্ত্র ও গণমানুষের নেতা’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক নজরুল কবীর। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জি টিভি ও সারা বাংলার প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, স্থপতি রবিউল হুসাইন, অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও রাজনীতিবিদ জনাব নূহ-উল-আলম লেলিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে জাদুঘরে লোকসংগীতানুষ্ঠান এবং পিঠা ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন

১৪২৫ বঙ্গাব্দের বিদায় এবং ১৪২৬ বঙ্গাব্দকে বরণ করার জন্য জাদুঘরে লোকসংগীতানুষ্ঠান এবং পিঠা ও কারুশিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। ৩১ চৈত্র ১৪২৫/১৩ এপ্রিল ২০১৯, শনিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে লোকসংগীতানুষ্ঠান এবং জাদুঘর ভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে পিঠা এবং কারুশিল্প মেলা উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফকির শাহাবুদ্দিন।

‘সত্যেন্দ্রনাথ বসু: তাঁর বিস্তীর্ণ জীবন’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ২৪ এপ্রিল ২০১৯, বুধবার সকাল ১১.০০ টায় ‘সত্যেন্দ্রনাথ বসু: তাঁর বিস্তীর্ণ জীবন’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কথাসাহিত্যিক ও ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেস-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমাদ মোস্তফা কামাল। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সেসের পরিচালক অধ্যাপক সুপ্রিয়া সাহা, বরেণ্য পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. অজয় রায় এবং বরেণ্য পদার্থ বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

'বহুমাত্রিক হুমায়ুন আজাদ ও তাঁর কবিতা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ২৯ এপ্রিল ২০১৯, সোমবার বিকাল ৪.০০ টায় বহুমাত্রিক 'হুমায়ুন আজাদ ও তাঁর কবিতা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয় । সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবিকন্যা জনাব মৌলি আজাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রুবাইয়াৎ ফেরদৌস। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন: শিল্পের শিক্ষাগুরু' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ১১ মে ২০১৯, শনিবার সকাল ১১.০০ টায় 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন: শিল্পের শিক্ষাগুরু' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সহকারী অধ্যাপক শিল্পী দুলাল চন্দ্র গাইন। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান, বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক অধ্যাপক মঈনুদ্দীন খালিদ এবং শিল্পীপুত্র জনাব মইনুল আবেদিন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদ্‌যাপন

১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। জাদুঘরসমূহের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান International Council of Museums (ICOM) দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর একটি করে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো 'Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition' বাংলায় 'সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর: ঐতিহ্যের ভবিষ্যৎ'। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান বেলুন, ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর আয়োজন করা হয় র‍্যালি। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে টি-শার্ট ও ক্যাপ বিতরণ করা হয়। এরপর জাদুঘর প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করা হয়।

জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

র‍্যালি শেষে জাদুঘর ভবনের তৃতীয় তলায় নবসজ্জিত ২৩ নম্বর অস্ত্রশস্ত্র গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়। শেষে জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে 'আমার দেখা জাদুঘর' শীর্ষক রচনা

প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং নতুন কলেবরে মুদ্রিত জাদুঘরের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'জাদুঘর সমাচার'-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানমালার শেষাংশে 'নলিনীকান্ত ভট্টশালী: বাংলার প্রত্নগবেষণায় একনিষ্ঠ সাধক' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনেওয়াজ। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব আলী ইমাম, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন এবং বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ও বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খান।

জাদুঘরে বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে ১ জুন ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে বার্ষিক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় । ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সভাপতি শিল্পী হাশেম খান । মাহফিলে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, দেশের বিশিষ্ট জন আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

গণশুনানী অনুষ্ঠান আয়োজন

জাদুঘর এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সকল স্তরের দর্শক, গবেষক, সংগ্রহকারক এবং জাদুঘরের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি নাগরিকের চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অঙ্গিকারাবদ্ধ। এই অঙ্গিকার সকল ক্ষেত্রে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে কি না এ বিষয়ে ১২ জুন ২০১৯, বুধবার সকাল ১১.০০টায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে গণশুনানী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গণশুনানী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের সচিব জনাব মো. আবদুল মজিদ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের কীপার ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব নূরে নাসরীন, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের কীপার এবং সংরক্ষণ রসায়নাগার বিভাগের কীপার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক, জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের কীপার জনাব কঙ্কন কান্তি বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ। গণশুনানীতে উপস্থিত থেকে কবি-সাহিত্যিক, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ব্যাংকার, সাধারণ দর্শকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন। এদের মধ্যে সাবেক কম্পোটলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মাসুদ আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শিপ্রা সরকার, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, বেরাইদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জনাব লায়লা আরজুমান বানু, টোয়াব পরিচালক জনাব তমালের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। বক্তাদের মন্তব্যে উঠে আসে জাদুঘর থেকে যতটুকু পেয়েছেন তারা এর থেকেও বেশি প্রত্যাশা করেন। জাদুঘরকে আরো উন্নতি সাধনের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মত প্রকাশ করেন বক্তাগণ। গ্যালারিতে আরো বেশি নিদর্শন প্রদর্শন করা, প্রদর্শন গ্যালারিগুলো আরো সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন বলেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বক্তাদের বিভিন্ন মতামতের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কীপারগণ তাদের পরিকল্পনার কথা উলেখ করেন। জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ উপস্থিত বক্তাদের মূল্যবান মতামত বিবেচনা করে ভবিষ্যতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাদের মূল্যবান মন্তব্যগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর এম. এ. জি. ওসমানী স্মরণে 'ওসমানী: মুক্তিযুদ্ধের অনন্য পুরুষ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

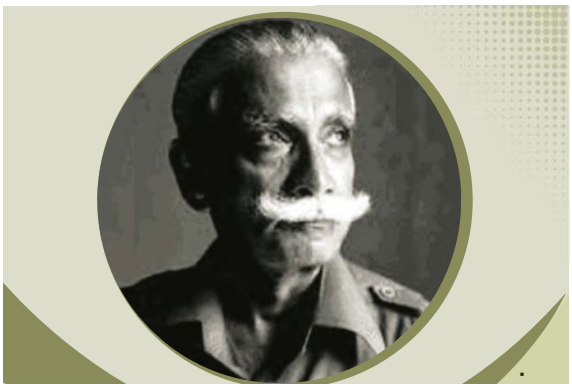

জাদুঘরের উদ্যোগে ১৩ জুন ২০১৯, বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.০০টায় সিলেটে অবস্থিত ওসমানী জাদুঘর প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর এম. এ. জি. ওসমানী স্মরণে 'ওসমানী: মুক্তিযুদ্ধের অনন্য পুরুষ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয় । সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ও রাগীব রাবেয়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক খালেদ উদ্দীন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের দৈনিক 'উত্তর-পূর্ব' পত্রিকার প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জনাব আজিজ আহম্মদ সেলিম, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম সিলেট জেলার সভাপতি এডভোকেট সরওয়ার আহমদ চৌধুরী আবদাল, বিশিষ্ট লেখক ও সংস্কৃতিজন কবি এ কে শেরাম এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার। সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা প্রশাসক জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম।

'আহমদ ছফা: মানবিক ও দার্শনিক চিন্তার অগ্রপুরুষ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

জাদুঘর ২৩ জুন ২০১৯, রবিবার বিকাল ৪.০০ টায় কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'আহমদ ছফা: মানবিক ও দার্শনিক চিন্তার অগ্রপুরুষ' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। স্বাগত ভাষণ দেন জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কবি অসীম সাহা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাদুঘরের সচিব জনাব মো. আবদুল মজিদ।

'শিক্ষার উন্নয়নে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

জাদুঘরের উদ্যোগে ২৫ জুন ২০১৯, মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘর প্রাঙ্গণে শিক্ষার উন্নয়নে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয় । সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষক ড. মো. আলমগীর।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সভাপতি শিল্পী হাশেম খান। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব জনাব মো. আবদুল মজিদ।

কথ্য ইতিহাস ধারণ ও সংরক্ষণ

কীর্তিমানদের জীবন কথা

ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে। আর মানুষ তার কর্ম দিয়ে ইতিহাসের চূড়ায় পা রাখে। একজন মানুষ তার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে বেড়ে উঠতে উঠতে নিজেকে শাণিত করেন। তাদের মত ভিন্ন থাকে কিন্তু পথ এক। সেই পথের নাম হয় 'কীর্তি'। এই কীর্তির জন্য যত সাধনা, যত কর্মযজ্ঞ। 'কর্মই ধর্ম'। তাই কীর্তিমানেরা তাদের সাধনা ও কর্ম দিয়ে ধর্মের মতো পবিত্র করে তুলেন জীবনকে। তাদের জীবন বর্ণাঢ্য হয় সত্যি-কিন্তু বর্ণাঢ্যের চূড়ায় উঠতে গিয়ে তাদের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়। তিনি হোন একজন শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, শিল্পী, লেখক, সমাজবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সংস্কৃতিজন, সমাজসেবী, প্রশাসক, সাংবাদিক, সংগঠক, মুক্তিযোদ্ধা কিংবা ভাষা সংগ্রামী।

তাঁরা তাদের যাপিত জীবনের চোখ দিয়ে অবলোকন করেন-প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ আর মানব সৃষ্টির নানা মাত্রিক উপাদান। অবলোকন করতে করতে হয়ে উঠেন একজন পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষে। অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে ক্রমে অবদান রাখেন নিজের পরিবার, সমাজ ও জাতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের এই কীর্তিমান মানুষদের জীবন সৌন্দর্য ধারণ ও সংরক্ষণের জন্যই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর উদ্যোগ গ্রহণ করে 'কথ্য ইতিহাস প্রকল্প'র। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাহউদ্দিন আহমেদের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ২০১৩ সালে। জাদুঘর কর্তৃক গঠিত ও ড. শিহাব শাহরিয়ারের নেতৃত্বে কথ্য ইতিহাস ধারণ কমিটি ২০১৩ সাল থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত প্রায় ১৪৩ জনের অডিও-ভিডিও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এটি একটি চলমান কর্মসূচি।

নিচে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের আলোকচিত্র তুলে ধরা হলো।

বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা, রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সভাপতি কমরেড জনাব সহিদুল্লাহ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সাবেক ছাত্র নেতা, রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স

বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কথা সাহিত্যিক ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী জনাব ফকির আলমগীরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন কবি, গবেষক ও জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাস উদ্দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক জনাব সুভাষ সিংহ রায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ মে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সকাল ৭.৩০টায় জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চারুকলা ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পকলার পুরোধা ব্যাক্তিত্ব শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৮/০৫/২০১৯ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৯.৩০টায় জাদুঘরের পক্ষ থেকে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বিদেশ ভ্রমণ

চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত "2019 Advanced Seminar on Cultural Administration for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য জাদুঘরের সচিব জনাব মো. আবদুল মজিদ, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের কীপার ড. বিজয় কৃষ্ণ বণিক, জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের উপ-কীপার জনাব আসমা ফেরদৌসি, প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের সহকারী কীপার জনাব শওকত ইমাম খান এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মো. আব্দুল কুদ্দুস গত ০৮ এপ্রিল হতে ১৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করেন।

চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত "Training Workshop of the ICOM International Training Centre for Museum Studies (ICOM-ICT)" -এ অংশগ্রহণের জন্য জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের সহকারী কীপার জনাব মো. গোলাম কাউছার ০৯ এপ্রিল হতে ১৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করেন।

ভারতের কোলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে "রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলাদেশ গ্যালারি" প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় কাজের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ এবং ডিসপ্লে অফিসার জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ খান ০২ মে হতে ০৬ মে ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ভারতের কোলকাতা ভ্রমণ করেন।

এপ্রিল-জুন ২০১৯ পর্যন্ত জাদুঘরের দু'টি মিলনায়তন, একটি প্রদর্শনী গ্যালারি এবং একটি সিনেপ্লেক্সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানের তালিকা

মাসের নাম	প্রধান মিলনায়তন	কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তন	নলিনীকান্ত ভট্টাশালী প্রদর্শনীর গ্যালারী	সিনেপ্লেক্স মিলনায়তন
এপ্রিল	১৪ টি অনুষ্ঠান (২১ শিফট)	১৮ টি অনুষ্ঠান (১৮ শিফট)	২ টি প্রদর্শনী (৫ দিন)	৩ টি অনুষ্ঠান (৩ শিফট)
মে	৪ টি অনুষ্ঠান (৫ শিফট)	৫ টি অনুষ্ঠান (৫ শিফট)	১ টি প্রদর্শনী (৪ দিন)	-
জুন	৩ টি অনুষ্ঠান (৩ শিফট)	১২ টি অনুষ্ঠান (১২ শিফট)	১ টি প্রদর্শনী (২ দিন)	-

ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ

স্বাধীনতা জাদুঘর, ঢাকা

সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুষ্টিয়া

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন স্মৃতি জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর

জাদুঘর পরিদর্শন করুন
নিজের ইতিহাসকে জানুন

জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি

শনিবার থেকে বুধবার
সকাল ১০:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিট
শুক্রবার বিকাল ৩:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি
অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনে জাদুঘর বন্ধ থাকে

জাদুঘর পরিদর্শনে দেশি-বিদেশি দর্শক ও
শিক্ষার্থীদের জন্য গাইড সেবার ব্যবস্থা রয়েছে
অপারগ এবং প্রতিবন্ধী দর্শকদের জন্য
হুইল চেয়ার সেবা প্রদান করা হয়
জাদুঘরের সময়সূচি অনুযায়ী বিক্রয় কেন্দ্র খোলা থাকে।

জাদুঘর সমাচার

এপ্রিল-জুন ২০১৯

NEWS LETTER
April-June 2019
Bangladesh National Museum

নামপত্র অলংকরণ
কাইয়ুম চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী
কে এম খালিদ এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল
ভারপ্রাপ্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হাশেম খান
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

সম্পাদক
মো. রিয়াজ আহম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক
ড. শিহাব শাহরিয়ার

সহযোগিতায়
সাইদ সামসুল করীম
নাছির উদ্দিন আহমেদ খান
প্রশান্ত কুমার শীল
ইয়াসীন আরাফাত

আলোকচিত্র
মো. আছাদুজ্জামান

ডিজাইন
চঞ্চল কুমার শীল

প্রকাশক
শঙ্কর কুমার সাহা
প্রকাশনা অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত
প্রকাশকাল : মে ২০১৯

ফোন : ৮৮-০২-৮৬১৯৩৯৬-৪০০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৬১৫৫৮৫
ই-মেইল : dgmuseum@yahoo.com
ওয়েব : www.bangladeshmuseum.gov.bd

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫